www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১২ চৈত্র – ১৮ চৈত্র, ১৪২২ ঃ ২৬ মার্চ – ১ এপ্রিল, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 22, 26 March - 1 April, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

সীমানা ছাড়িয়ে লাভা লোলেগাঁও
ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভোটের আগে উদ্ধার হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র। খোদ কলকাতার

বুকে কলেজ স্ট্রিটে অস্ত্রসহ ধরা পড়ল ৪ জন। গ্রামে গঞ্জেও একই ছবি। নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশে ধরপাকড় চলছে। এতদিন কি পুলিশ ঘুমোচ্ছিল?

রবিবার : সেই ইডেনেই শাপমুক্তি। অবশেষে ভারত হেলায়

হারালো পাকিস্তানকে। নায়ক হলেন বিরাট কোহলি। খুশি ভারতবাসী।

সোমবার : ফের কড়া নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। গন্ডগোল

প্রবণ এলাকায় নিজে যেতে নির্দেশ জেলাশাসকদের। ইতিমধ্যে একাদশ বদলিতে তটস্থ আমলারা। চলছে কড়া নজরদারি।

মঙ্গলবার : ফের নারদার ক্যামেরায় তৃণমূলের ছাত্রনেতা ও

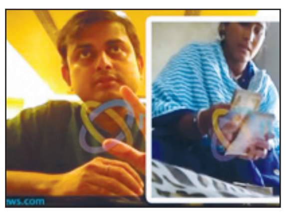

আরামবাগের সাংসদ। ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। শাসকদলকে বিঁধতে মরিয়া বিরোধীরা। তৃণমূলও পাল্টা আক্রমণে প্রস্তুত।

বুধবার : কেঁপে উঠল ব্রাসেলস্।

পৃথিবীর মাটি ফের রক্তাক্ত হল একদল মানুষের আক্রমণে অন্য মানুষের রক্তে। সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কৌশলী চাল ছেড়ে খোলাখুলি আক্রমণের সময় এসেছে।

বৃহস্পতিবার : রঙিন হয়ে উঠল ভারতবাসীর জীবন। ফাগুনের রঙে

মাতলো সাধারণ থেকে অসাধারণ মানুষও। এমন রঙের উৎসব সভাও পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ভেদাভেদ ভুলে শুধুই রঙ।

শুক্রবার : মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দিয়ে শেষ হল সপ্তাহটা। শঙ্করপুর থেকে

পুরী যাওয়ার পথে গাড়ি উল্টে প্রাণ গেল বাগুইআটির ছজনের। শোকের ছায়া বাংলা জুড়ে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

টিম মমতা না সূর্য ব্রিগেড?

পার্থসারথি গুহ

বিধানসভা নির্বাচনের ঝক্কি দূরে সরিয়ে এবারের প্রয়াস ভবিষ্যতে রাজ্যের কর্তাবাবু হতে চলেছেন যাঁরা তাঁদের একটা সম্ভাব্য চিত্র সামনে তুলে ধরা। টাইম মেশিনে করে ভবিষ্যতের কালগর্ভে গেলেও সাংবাদিকতার গোপন সূত্র থেকেই এই হবু মন্ত্রীদের একটা আপাত খবর তুলে ধরা হল। মানে এখানে জল মেশানোর গল্প নেই। বরং এমন অনেক তথ্যসমৃদ্ধ এই লেখা যাতে পাঠক আগামী দিনের কিছু কথা আগেভাগেই জেনে নিতে পারেন। এবারে দেখা যাক রাজ্যের কোন ছবি এই র‍্যাডারে ধরা পড়ল।

অনেক রকম সমীক্ষা নির্বাচনকে ঘিরে হয়ে থাকে। যার ব্যতিক্রম নয় এই রাজ্যও। ইতিমধ্যেই এইরকম বেশ কয়েকটি সমীক্ষা আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হয়েছে। বলাবাহুল্য এই সমীক্ষাগুলি সব প্রাক নির্বাচন কেন্দ্রীক। যাতে মোটের ওপর শাসক এবং বিরোধী জোটের ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা কাছেপিঠে এসে ঠেকেছে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে এই রাজ্যের এককালের অহিনকুল দুই রাজনৈতিক গোষ্ঠী এক ছাদের তলায় থেকে ভোট লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়। কংগ্রেস–বামেদের এই জোট বেশ চাপে ফেলেছে শাসক দলকে তা দিনের আলোর মতো পরিস্কার। এই সমীক্ষাকে যদি মানদণ্ড বিচার করা হয় তবে আসন সংখ্যার বিচারে তৃণমূল অনেকটাই এগিয়ে ছিল কিছুদিন আগের করা সমীক্ষা চিত্রেও। যে প্রেক্ষাপট অনেকটাই পালটে গিয়েছে সাম্প্রতিক নারদা স্ক্যাম বা গোদা বাংলায় বললে নারদ ঘুষ কাণ্ডের আবহে। গত সংখ্যায় আমরা এটা ভালোমতো উল্লেখ করেছিলাম যে ঘুষ কাণ্ড শাসক দলকে ব্যাপক চাপে ফেললেও বিরোধীরা এই পড়ে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে আপাতভাবে ব্যর্থ। বস্তুত যে আন্তর্জাতিক সমীক্ষক সংস্থা কয়েকদিন আগেও আসন প্রাপ্তির নিরিখে শাসক তৃণমূলকে এগিয়ে রেখেছিল তারাই নারদ স্টিং অপারেশন পর্বের পর খানিকটা অন্য সুর গাইছে। সরাসরি ভোট কাকে দেবেন সেই প্রশ্ন না রাখলেও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সাধারণ ভোটাররা রীতিমতো তুলোধনা করেছেন বর্তমান সরকারকে। এতে কিছুটা হলেও হয়তো অক্সিজেন পাচ্ছে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি। পাশাপাশি এটাও ঠিক এইভাবে 'ঠুটো' মার্কা বিরোধিতায় হালে পানি পাওয়া খুব একটা সম্ভব নাও হতে পারে। শাসকের ঘুষ কাণ্ডের এইরকম দৃশ্য সামনে আসার পরেও যে বিরোধীরা বনধ ডাকে না, রাস্তায় নেমে লাগাতার আন্দোলন চালায় না, অভিযুক্তদের বাড়ির সামনে পিকেটিং করে না তাদের কাছে বেশি কিছু আশা করাই বৃথা।

টিম মমতা

- মুখ্যমন্ত্রী: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
- অর্থমন্ত্রী: অমিত মিত্র
- শিল্প–বাণিজ্য: শুভেন্দু অধিকারী
- স্বাস্থ্য: রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়
- পরিবহন: ফিরহাদ হাকিম
- ক্রীড়া: অরূপ বিশ্বাস
- নগরোন্নয়ন: পার্থ চট্টোপাধ্যায়
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন: হরকাবাহাদুর ছেত্রী
- তথ্য ও সংস্কৃতি: প্রবীর ঘোষাল
- সেচ: সুব্রত মুখোপাধ্যায়

সূর্য ব্রিগেড

- মুখ্যমন্ত্রী: সূর্যকান্ত মিশ্র
- উপমুখ্যমন্ত্রী: আব্দুল মান্নান
- অর্থমন্ত্রী: অসীম দাশগুপ্ত
- স্বরাষ্ট্র: সোমেন মিত্র
- শিক্ষা: অম্বিকেশ মহাপাত্র
- স্বাস্থ্য: সুজন চক্রবর্তী
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন: অশোক ভট্টাচার্য
- আইন অথবা নগরোন্নয়ন: অরুনাভ ঘোষ
- পঞ্চায়েত–গ্রামোন্নয়ন: রবীন দেব
- প্রতিমন্ত্রী: শতরূপ ঘোষ
- প্রতিমন্ত্রী: কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়
- প্রতিমন্ত্রী: মধুজা সেন রায়

এইসব দেখেই তাই দড়ি টানাটানির এই ট্র্যাপিজের খেলায় ঘাসফুল ব্রিগেডকেই এগিয়ে রেখেছিলাম গত সংখ্যার প্রতিবেদনে। সেই ছবিটা প্রতিফলিত হলে যথারীতি আবারও মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খড়দহ থেকে জিতে আসলে অমিত মিত্রের ফের অর্থমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনাও জোরদার। অবশ্য শিল্প–বাণিজ্যের অতিরিক্ত ভার অমিত মিত্রের কাঁধে এবার নাও চাপাতে পারেন মমতা। মন্ত্রিসভার নম্বর–২ কে অর্থমন্ত্রক ঠিকভাবে চালানোর সুযোগ দিয়ে স্নেহভাজন শুভেন্দু অধিকারীকে শিল্প–বাণিজ্যমন্ত্রী করে ফেলতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের জন্য ভাবী মন্ত্রীর নামও নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন থেকেই ছকে ফেলেছেন। এই জায়গায় পাল্লা ভারী যাঁর তিনি আবার সংবাদমাধ্যম জগতের অতি পরিচিত প্রবীর ঘোষাল। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে আসার আগে যথাক্রমে নন্দীগ্রাম এবং উত্তরপাড়া থেকে জিতে আসতে হবে শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রবীর ঘোষালকে। দ্বিতীয় তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বিদায়ী মন্ত্রিসভায় সেচমন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রোমোশন হবে সে ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল–২ তে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পূর্ণ দায়িত্ব চাপতে পারে মমতা মন্ত্রিসভার এই তরুণ তুর্কীর ওপর। স্বাস্থ্য দপ্তরে না দেখা গেলে শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষায় নাম পাকা হতে পারে রাজীবের। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নগরোন্নয়ন দপ্তরে দেখা গেলে একেবারেই অবাক হবেন না। এখন প্রশ্ন তৃণমূল মহাসচিব যদি নগরোন্নয়নে আসেন তাহলে ফিরহাদ হাকিম যাবেন কোথায়? এই ক্ষেত্রে প্রিয় ববি (ফিরহাদ)–কে পরিবহন মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলাতে দেখা যেতে পারে। পরিবহন নিয়ে জর্জরিত সরকারের মাথাব্যথা কমাতেই এই বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে। একটা মহল অবশ্য এমনও দাবি করছে যে নারদ স্ক্যামে অভিযুক্ত বর্ষীয়ান সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং ফিরহাদকে মন্ত্রিসভায় নাও ঠাঁই দিতে পারেন মমতা। ক্লিনচিট পেলে তবেই এদের ফেরানোর কথা ভাবা হবে বলে উল্লেখ করা হচ্ছে এই সূত্রে। যদিও এই সূত্রকে পাত্তা না দিয়ে অপর একটি মহল বলছে ববি এবং সুব্রত দুজনেই বহাল থাকবেন ক্যাবিনেটে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে এবারেও খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে দেখা যাবে না। সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়নের পাশাপাশি সেচমন্ত্রকে তার আবির্ভাব ঘটতে পারে। উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী হিসেবে যে গৌতম দেব এতটা প্রাধান্য পেয়ে এসেছেন এতদিন তাঁকে এবার মন্ত্রী নাও করা হতে পারে। তাছাড়া এবার গৌতম দেবের হারের সম্ভাবনাও নাকি প্রবল। কালিম্পংয়ে জিতে আসলে নেত্রীর আস্থাভাজন হরকাবাহাদুর ছেত্রীর বরাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর জুটে যেতে পারে। ক্রীড়ামন্ত্রকের পূর্ণ দায়িত্ব অপর আস্থাভাজন অরূপ বিশ্বাসের হাতে সঁপে দিতে পারেন তৃণমূল নেত্রী। এছাড়াও উঠে আসছে আরও অনেক নাম। মন্ত্রী হওয়ার তালিকায় উঁকি মারছে রেজ্জাক মোল্লার নামও। অরূপ রায়, ব্রাত্য বসুরা ফের মন্ত্রীর চেয়ার পাচ্ছেন না বলেই খবর তৃণমূল শিবিরে।

এতো গেল তৃণমূলের সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা নিয়ে আলোচনা। এবার দেখা যাক এপ্রিল–মে'র কালবৈশাখীতে যদি ঘাসফুল উড়ে যায় তা হলে কারা দায়িত্ব পেতে পারেন রাজ্যের। উল্লেখ্য প্রথম থেকেই কী বাম কী কংগ্রেস, উভয় মহল থেকেই দাবি করা হচ্ছে যে কং–বাম জোট ঐক্যবদ্ধভাবে ভোটের বৈতরণী পার হতে চায়। তা কয়েকটা আসন নিয়ে যতই গোল পাকুক না কেন। সেজন্যই বামেদের পক্ষ থেকে পরিস্কার বলে দেওয়া হচ্ছে যে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গড়ার ডাক তারা দিচ্ছেন না। এক তৃতীয়াংশ আসনে লড়লেও কংগ্রেস এবার অনেকটাই গুরুত্ব পাচ্ছে বামেদের কাছে। তালেগোলে যদি রাজ্যে কং–বাম সরকার গঠিত হয় তবে সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। যদি আবার সংখ্যালঘু মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়ার কথা হয় সেক্ষেত্রে পট পরিবর্তন হলেও হতে পারে। সবার অলক্ষ্যে সর্বসম্মত মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যেতে পারেন কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান। মুখ্যমন্ত্রী না হলেও উপমুখ্যমন্ত্রী হতেই পারেন মান্নান সাহেব। বস্তুত সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে তিনি এবং সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য যে লড়াইটা লড়েছেন তাকে স্বীকৃতি দিতে চাইছে অনেকেই। সূর্য ক্যাবিনেটে আরও যাদের দেখা যেতে পারে তাঁরা হলেন রবীন দেব (সিঙ্গুরে যার জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল), সোমেন মিত্র (রাজি হলে), অসীম দাশগুপ্ত, অশোক ভট্টাচার্য, অম্বিকেশ মহাপাত্র, অরুনাভ ঘোষ, সুজন চক্রবর্তী, শমীক লাহিড়ি প্রমুখ। জিততে পারলে মন্ত্রিসভায় স্থান হতে পারে এসএফআই ত্রয়ী শতরূপ ঘোষ, কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় ও মধুজা সেন রায়দের।

নদীপথে জঙ্গি হানার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্বাচনের প্রাক্কালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মেটিয়াবুরুজে জঙ্গিদের নয়া ঘাঁটির সন্ধানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। জামাতে উল মুজাহিদিন সংগঠনের দুই চাই এনামুল মোল্লা ও হাবিবুল হককে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ এবং কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে বর্ধমানের খাগড়াগড় কান্ডের পর পলাতক জঙ্গিদের মেটিয়াবুরুজে থাকার ব্যবস্থা করেছিল ওই দুই জঙ্গি। এমনকি ভারত বিরোধী কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করতে বেশ কয়েকটি 'মগজ ধোলাই' ক্যাম্প পরিচালনা করেছে এনামুল মোল্লা ও হাবিবুল হক। এর আগে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং বাসন্তী, গোসাবা, মগরাহাট, জয়নগর এলাকাতেও জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর তৎপরতা আছে। সম্প্রতি জানা যাচ্ছে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের নদীপথে জঙ্গি তৎপরতা বাড়ার সম্ভাবনা আছে। এই সময় প্রশাসন নির্বাচন নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সেই সুযোগে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ চোরাচালান সহ জঙ্গি হানার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া নির্বাচনের সময় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দুষ্কৃতীরা সুন্দরবনের অরক্ষিত জলপথে বাংলাদেশে গা ঢাকা দিতে পারে। ইতিমধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ এবং উপকূলরক্ষী বাহিনীর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। সুন্দরবন এলাকার দুই দেশের সীমান্তবর্তী ঘাটগুলোতে যৌথ নজরদারী শুরু হয়েছে।

উপকূল রক্ষী বাহিনীর নতুন ডিজি উপকূল বাহিনীর কমান্ডারদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেছেন। যাতে করে কোনও ভাবেই নির্বাচন এবং পরবর্তী সময়ে জঙ্গি হানা, অনুপ্রবেশ, চোরাচালান না ঘটে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। উপকূলরক্ষী বাহিনী সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রয়োজনে এখন থেকে আধুনিক হেলিকপ্টারের সাহায্যে সুন্দরবনের দুর্গম দ্বীপগুলোতে নজরদারী চালানো হবে।

ফের চোলাইয়ের নেটওয়ার্ক

কুনাল মালিক

দক্ষিণ শহরতলির বিভিন্ন থানা এলাকায় আবার চোলাই মদের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছে। বছর চারেক আগে মগরাহাটে বিষ চোলাই মদ খেয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর পর রাজ্যজুড়ে আবগারি দফতর ও স্থানীয় থানাগুলো প্রচার অভিযান শুরু করেছিল চোলাইয়ের বিরুদ্ধে। অনেক চোলাইয়ের ঠেক ভেঙে দেওয়াও হয়েছিল। বিভিন্ন এলাকায় আবগারি দফতর পোস্টারিংও করেছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসন শিথিল হতেই আবার চোলাইয়ের কারবারিরা তাদের পুরানো নেটওয়ার্ক সচল করেছে। দক্ষিণ শহরতলির পৈলানের কাষ্ঠমহল থেকে চোলাই মারুতি গাড়ি করে ভোরবেলা জনৈক ''অঞ্জিত' নামে এক ব্যক্তি চোলাই সরবরাহ করছে বিষ্ণুপুর, বাখরাহাট নোদাখালি এলাকায়। আবার পৈলান থেকে ঘুরপথে চোলাই আসছে খুঁড়ির পোল দিয়ে পার্বতী এলাকায়। বিড়লামোড়ের জনৈক 'রাম' নামে এক ব্যক্তি অ্যাম্বুলেন্স লেখা গাড়ি করে চোলাই সরবরাহ করছে। বিড়লাপুরের তিন ফটকেও চোলাইয়ের রমরমা ঠেক চলছে। রায়পুরে নদীর ঘাটে হাওড়া জেলার শাঁখাডাঙা থেকে ভুটভুটিতে রাতের অন্ধকারে ড্রামে করে চোলাই মজুত হচ্ছে। ফলতা থানা এলাকার ফতেপুর ও সহরার হাটে জমে উঠেছে চোলাইয়ের ব্যবসা। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ থানা প্রশাসন চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান না করায় দিন দিন চোলাই ব্যবসা আবার জাঁকিয়ে শুরু হয়েছে। আবগারি দফতরও তৎপরতা দেখাচ্ছে না। যে কোনও দিন আবার চোলাইয়ের ছোবলে প্রাণহানির আশঙ্কা করছে জনগণ।

আলিপুর বার্তার সতর্কবাণী আজও নীরবে কাঁদছে

মরু চাষের কুফল : গঙ্গা শুকোচ্ছে, পদ্মাও শুকোবে

শক্তিভূষণ সরকার

'গঙ্গা শুকোচ্ছে' চতুর্দিকে গেল গেল রব। শুকোবার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে পদ্মায় জল বিতরণ। কিন্তু আসল কারণ আড়ালেই রেখে দিয়েছে আপামর ছোট বড় সব বিশেষজ্ঞের দল। আসল কারণ জানতে হলে আলিপুর বার্তার অতীতের পাতা ঘাটুন। আমরা ৮৩ সাল থেকে বলে এসেছি মরু চাষ করলে মৌসুমী মরে যাবে। কমে যাবে বৃষ্টিপাত। বর্ষাকালে বর্ষা হবে না। নদী মাত্রই বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। তাই বৃষ্টি কমলে নদী মরবে। অনেকেই বলবেন দামোদরের মতন নদী সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভর। কিন্তু গঙ্গা তো বেঁচে আছে হিমালয়ের বরফ গলাকে কেন্দ্র করে। কথাটা ঠিক। কিন্তু বরফের জোগান কমলে নদীর বরফ গলা জল আসবে কোথা থেকে? বরফের যোগান দেয় মৌসুমী বায়ুর মেঘ। সরকার মরু চাষের মাধ্যমে মৌসুমীকে মেরে ফেলেছে। হিমালয় মৃত মৌসুমী থেকে তাই প্রয়োজনীয় বরফ পায় না, পাবেও না। গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ইত্যাদি সব নদীই শুকিয়ে যাবে।

ভারতের মৌসুমী বায়ু সৃষ্টি হয়েছে রাজস্থানের থর মরুভূমি ও তিন দিক বেষ্টিত হিমালয় পর্বতমালার অবদানে। ফেরেলের সূত্রানুসারে বায়ু স্রোত নিরক্ষরেখার দিকে ধেয়ে যায়। দক্ষিণ গোলার্ধের বাতাস ঘড়ির কাটার দিক ধরে আর উত্তর গোলার্ধে তার বিপরীতে ধেয়ে আসে। হিমালয়ের বয়স ৫ কোটি বছরের মতন। হিমালয় তৈরি হবার আগে উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের জল নিয়ে সারা বছর ধরেই অল্প স্বল্প জল ছিটিয়ে মেঘেরা গোটা ভারতে তৃণভূমির জন্ম দিয়েছিল। হিমালয় জন্মের পর তৈরি হয় থর মরুভূমি। তার গরমে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দ (L) তৈরি হয়, এই (L) থেকে যে টান অনুভূত হয় তার জন্য ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের জল নিয়ে মেঘেরা দলবল নিয়ে বজ্রের বাঁশী বাজাতে বাজাতে ঢুকে ফেরেলের সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম হিসাবে ছুটে আসত। মৌসুমী নামক জয়ধ্বজা উড়িয়ে মেঘেরা সেটা ভারত উপমহাদেশে জল সিঞ্চন করে তৈরি করেছিল অসংখ্য নদ–নদী। এখন মরু চাষের জন্য মৌসুমী আর আসছে না, তাই ভারতের জল সম্পদে টান ধরেছে। নদনদী হারাচ্ছে তাদের সার্থক গতি। কমছে নদ–নদীর জলের পরিমাণ। নদনদী যে বালির বোঝা বহন করে সমুদ্রের দিকে ধেয়ে চলত— তা আর পারছে না। নদী বক্ষেই বালির বোঝা জমা হচ্ছে তাই নদী বক্ষে দেখা দিচ্ছে ছোট বড় নানা চড়া।

মরুচাষের ফলে মরুভূমিতে প্রগাঢ় নিম্নচাপ সুগঠিত না হওয়ায় আগের মতো মেঘেরা দলবল নিয়ে আর আসতে পারে না। সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকায় জল ঝরায়। মরুর টান কম হওয়ায় ভারতের অভ্যন্তরস্থ স্থানে মৌসুমীর মেঘ আর তেমন ভাবে যেতে পারছে না। তৈরি হচ্ছে মধ্য ভারতে ছোট বড় নানা ধরণের ডিম্বাকৃতি নিম্নচাপের চারণ ক্ষেত্র। তাই মরুর একমুখী টানের জায়গায় তৈরি হয়েছে বহুমুখী টান। বিচ্ছিন্ন এলোপাথাড়ি টানের জন্য হিমালয় পর্বতে তার আগের মতো মেঘেরা ভিড় জমাতে পারছে না।

কেউ যদি ব্যাঙ্কের জমানো টাকার মধ্যে আসল ও সুদ কেবলই তুলতে থাকে তাহলে জমা খাতায় ক্রমশ কমে যায় যোগান। তাহলে ব্যাঙ্কের টাকার পরিমাণের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। হিমালয়ের হয়েছে সেই দশা। সূর্যের আলোকে নিয়মিতই বরফ গলছে। এ গলার বিরাম নেই, কিন্তু মৌসুমী সরে যাওয়ায় বরফের যোগানে ধরেছে টান। হিমালয়ের বরফের টুপি ক্রমশই খাটো হয় যাচ্ছে। জেগে উঠছে পাথরের নিরেট কর্কশ মাথা। স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবিতে কালো কালো চিহ্নিত অংশের পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে। শ্বেত শুভ্র হিমালয়ের সৌন্দর্য ম্রিয়মাণ। এ কারণে হিমালয়ের জলের উৎসে টান ধরেছে। নদীর উৎস মুখ কেবলই পিছোচ্ছে। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ইত্যাদি নদীর হিমবাহর মূল কেন্দ্র নিঃশেষ হতে চলেছে। মূল গঙ্গা নিজের জল যা পায় তার অনেক গুণ বেশি পায় হিমালয় থেকে উৎপন্ন অসংখ্য ছোট বড় উপনদী থেকে। এসব উপনদী সবই শুকিয়ে যাচ্ছে। নদীর জলের যোগান তাই কম।

এর উপর আছে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। নদী সমৃদ্ধ সমভূমি মরু চাষের দরুণ সঠিক বৃষ্টির জল পাচ্ছে না। চাষ বাঁচাতে মরিয়া চাষিরা তাই গঙ্গার উপরিভাগের জল অকাতরে টেনে নিচ্ছে। তাছাড়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ চলছে পানীয় জলের সঙ্কট। পাইপ বসিয়ে পাম্প করে ওই মাটির তলা থেকে সমানে জল তোলায় জলস্তর নেমে যাচ্ছে। তলার অংশে জল মিলছে না। মাটির তলাকার জলের পরিমাণ কমায় ওই জল আর্সেনিক দূষণে ভূগছে। বাধ্য হয়ে পানীয় জলের জন্য গঙ্গার জলকেই বেছে নিতে হচ্ছে। এসব কারণে গঙ্গার নীচের অংশে জল থাকছে না। পলিস্তর জমে নদী মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে।

বৃষ্টি কম হওয়ায় বাংলাদেশেও চলছে জলাভাব। সমস্যা মেটাতে তাকেও নদীর জলের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই নদীর জল নিয়ে ভাগাভাগির ঝগড়া নিত্য দিনের সঙ্গী। কিছুতেই সমস্যা মিটবে না। বাংলাদেশের বোঝা উচিত নদীর মূল ধারার জল যেখানে ক্ষয়িষ্ণু যেখানে তারা যে জলই পাক তাতে জল সমস্যা মিটবে না। এই সমস্যার জন্য দুদেশের তিক্ততা ক্রমবর্দ্ধমান হবেই। সমস্যা মেটাতে হলে বাংলাদেশকে মরু চাষ বন্ধর দাবিতে সোচ্চার হতে হবে। তা নইলে জল সমস্যার স্থায়ী সমাধান কোনও মতেই সম্ভব নয়। গঙ্গা শুকোচ্ছে, পদ্মাও শুকোবে।

আরও বাড়বে না পতনের ঘন্টা বাজবে

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

বাজার যেভাবে বেড়ে চলেছে হরদম তাতে বড় অবদান বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলির। এরাই মূলত বড় আকারে শেয়ারে কিনে চলেছে। অন্যদিকে বহুদিন বাজারকে সাপোর্ট দেওয়ার পর দেশি সংস্থা মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদিরা বেচে চলেছে রোজ। ছবিটা হল পুরো উলটো। এই বাজার যেভাবে এগোচ্ছে তাতে বিদেশি ক্রেতাদের হাত ধরে নিফটি ৮ হাজারের ঘর অতিক্রম করতেই পারে। যদিও মাঝে ৭৮৫০–৭৯০০ এর মধ্যে বড় রেজিস্ট্যান্স আছে নিফটির। শর্ট কভারিং চলতে থাকলে এই বাধা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এরপর বাজারের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আগামী এপ্রিল মাসে সুদের হার কমায় কিনা। তারা যদি পয়েন্ট ২৫ বেসিস পয়েন্ট সুদ কমায় তাহলে বাজার খুব উৎসাহিত না হলেও একেবারে হতাশ হবে না। পয়েন্ট পঞ্চাশ বেসিস সুদের হার কমলে বাজার আরও ওপরে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর সুদের হার যদি অপরিবর্তিত থাকে তা হলে এপ্রিল মাস জুড়ে বড় কারেকশন দেখতে পারে ভারতীয় বাজার।

শেয়ার বাজারে বহু মানুষের ভাগ্য জড়িত থাকে। তাই সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে একটা বাজে মন্তব্য হঠাৎ করেই প্রেক্ষাপট পালটে দিতে পারে। মানে খারাপ প্রভাব পড়ে যেতেই পারে। অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের এদিকে নজর থাকে না তা নয়। বরং অনেক সময় তাঁরা আগ বাড়িয়ে জানিয়ে দেন এই ধরনের উক্তি বা বক্তব্য তাদের কোনও অভিপ্রায় নিয়ে করা নয়। এই প্রসঙ্গে নিজেদের অভিব্যক্তিও তারা তুলে ধরেন বিবিধ গণমাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। আসলে নিরপেক্ষতা শব্দটা বড্ড ক্লেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে। পুরাতন জমানায় ভারতের শেয়ার বাজারে ডিজিট্যাল ব্যবস্থা বা কম্পিউটরাইজড সিসটেম তখন স্বপ্নের মতো। তখনকার নিয়মানুযায়ী ফিজিক্যাল শেয়ারের কাজ হত কাগজের নোটের মাধ্যমে। প্রধানত পারস্পরিক বিশ্বাসই ছিল তখনকার শেয়ার বাজারের মূলধন। সেইসময় যে সব কিছু সঠিক ছিল তা নয়। প্রচুর মানুষ ভুলভাল ব্রোকারের পাল্লায় পড়ে নিজেদের পুঁজিপাটা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এমন নজির আছে যেমন তেমনই আবার ভালো ব্রোকারের পরিষেবাগুণে সমৃদ্ধ হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। আসল কথা হল অতি অবশ্যই সেই শিক্ষার বাতাবরণ এবং পরিষেবা দেওয়ার মতো মানুষের কাছে পৌঁছানো। এই ব্যাপারে অনেকে বলে থাকেন ভাগ্যের কথা। যদিও অভিজ্ঞতা সে কথা প্রকট করে না। অনেক সময় এমন দেখা গিয়েছে ভালো পড়াশুনা এবং সঠিক ব্রোকার হাউজের যুগলবন্দিতে বিনিয়োগকারী লাভবান হন। এটা ঠিক যে প্রতিদিন যারা বাজারে কেনাবেচা করতে অভ্যস্ত বা ফাটকা করতে চান তাদের একটা পরিসীমা মেনে কাজ করা বিশেষ দরকার। তাই সকালে উঠে বাণিজ্যিক চ্যানেলের সামনে বসে তাদের কপচানি শুনে যদি কাজ করতে যান তা হলে পস্তাতে হতে পারে। অধিকাংশ সময়ে কোনও শেয়ারের দাম বেড়ে যাওয়ার পরে এরা কেনার 'কল' দেন। বা শেয়ারের দাম অনেকটাই পড়ে যাওয়ার পর বেচার জন্য যুক্তি পেশ করেন। তাই নিজের পুঁজি যাতে ধ্বংস না হয় সেই খেয়াল তো নিজেদেরই রাখতে হয়। তাই আবেগের বশে ওই সব পক্ষপাতিত্বে ভরা কলে কাজ করা একেবারেই উচিত নয়। বলা যেতে পারে এগুলি একরকম ট্র্যাপ হিসেবে কাজ করে।

বাজারের ধর্ম পালন করবে বাজার নিজেই। লগ্নিকারীরা তা নিয়ে যতটাই আন্দোলিত হন না কেন, সে নিজের প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব বজায় রেখে এগিয়ে যাবে। এটা শুধু এ দেশের ক্ষেত্রে নয়, গোটা বিশ্বের শেয়ার বাজারের জন্য প্রযোজ্য। কোন ঘটনায় বাজারে হিল্লোল উঠবে, আর কোন ঘটনায় বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা বলা সম্ভব নয় কোনও শেয়ার বিশেষজ্ঞের পক্ষে। যদিও সুযোগ ছাড়েন না তাঁরা কোনওভাবেই। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা কাজ করে হামবড়া মনোভাব। যার প্রেক্ষিতে নিজেদের মন্তব্য জাহির করার সুযোগ ছাড়তে চান না বিশেষজ্ঞরা। তবে এও ঠিক কেউই অযাচিতভাবে লগ্নিকারীদের বিনিয়োগ করতে চাইবেন না।তা হলেই লাভের মুখ দেখা সম্ভব। নিয়মানুযায়ী যারা রেগুলার ট্রেডিংয়ে যেতে চান তাদের উচিত দিনে দিনে ২ শতাংশ লাভ পেলে তা বুক করে নেওয়া। কারণ শেয়ার বাজারের বড় ধর্ম হল চূড়ান্ত অস্থিরতা। এখানে পদে পদে বিরাজ করছে বিপদ। তার মধ্যে থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাটাই বিশাল ব্যাপার। এহেন অবস্থায় লাভ যে সবসময় আপনার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকবে তা নয়। এক ধরনের মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে উপস্থিত হয় যখন শেয়ারের দাম তরতরিয়ে বাড়তে থাকে। এমন অনেক সময় হয় যে আপনি বা আপনারা শেয়ার বিক্রি করার পর তার দাম হুহু করে বাড়তে শুরু করল। আবার একভাবে শেয়ার কেনার পর তার দাম পড়ে যাওয়ার উদাহরণ তো ভুরিভুরি। ট্রেডারা এক্ষেত্রে দোষারোপ করেন তাদের ভাগ্যকে। কিন্তু সবার আগে ভাবা দরকার ভাগ্যলক্ষ্মীর থেকেও বড় চালিকাশক্তি হল স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল নির্ধারণ। যার জন্য নিজেদের পড়াশুনা, টেকনিক্যালস জানা, কোম্পানি ফান্ডামেন্টাল বোঝা ইত্যাদি অনেকগুলি উপাদানের একত্রীকরণ বিশেষ প্রয়োজন। তবেই গিয়ে দুয়ে দুই হবে। নচেৎ মিলবে লবডঙ্কা। এবার দেখা গেল কোনও শেয়ার আপনি যখন কিনলেন তার পরে পরেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটি পাঁচ শতাংশের মতো বেড়ে গেল। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের মধ্যে লোভের পরিমাণ বেড়ে যায়। তাও পরামর্শ একটা ভালো অর্থ তখন পকেটে ঢুকছে তখন তা নিয়ে নেওয়া উচিত। হয়তো বিক্রির পর সংশ্লিষ্ট শেয়ারটি বিশাল একটা উচ্চতায় চলে যেতে পারে, ২০ শতাংশ বেড়ে বাইং ফ্রিজ হলেও হতে পারে। তাও আপশোস করা একদম উচিত নয়। কারণ শেয়ার বাজার আর অনুতাপ বা আপশোষ কথা একদম ভিন্ন মেরুর। এখানে প্রতিনিয়ত, দৈনিকভাবেই সুযোগ আসে। যাকে বলে একেবারে মোক্ষম সুযোগ বা সুর্বণ মওকা। এর সদ্ব্যবহার করতে হয় যথার্থভাবে। না হলে হাত কামড়ানো ছাড়া কোনও উপায় নেই।

অনেক বিশেষজ্ঞ আবার শেয়ার বাজারের সংজ্ঞা তুলে ধরতে দার্শনিকতার সাহায্য নিয়ে থাকেন। তাঁদের কথানুযায়ী শেয়ার বাজার হল অনেকটা সমুদ্রের মতো। এ যদি আপনার কিছু (এক্ষেত্রে টাকা) নিয়ে থাকে তবে তার দ্বিগুণ ফেরৎও দেয়। এটাই বাজারের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট। অবশ্য এই কথাগুলি প্রযোজ্য যারা নিয়মিত ট্রেড করেন তাদের ব্যাপারেই। কারণ এদের মধ্যে হতাশ হওয়ার প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। সাফল্যে উল্লাসিত হওয়ার পরেই দেখা যায় হাতের মাল বেচে দেওয়ার পর তার দাম বেড়ে যাওয়ায় বিষাদের ছায়া।

যে কোনও শেয়ার বাজারেই আবার দেখা যায় যারা দীর্ঘমেয়াদে বিশ্বাসী তারাই অধিক সফল। এই তো সেদিন ট্রেডিং পিরিয়ডের পরে কথা হচ্ছিল এক পরিচিত ব্রোকারের সঙ্গে। তিনি জানালেন তাঁর কিছু অভিজ্ঞতার কথা, যা তিনি অর্জন করেছেন দীর্ঘদিনের লগ্নি বাজারে কাটানো সময়ের মধ্যে দিয়ে। ওনার এক বন্ধু খুব কম বয়স থেকেই হাতের পয়সা বাঁচিয়ে একটু একটু করে শেয়ার কিনতেন। সেই নব্বইয়ের দশক থেকে তার এই প্রবণতা দেখা দেয়। সেই ভদ্রলোক তখন কলেজ জীবনে। কিনবেন তো কিনুন প্রথম থেকেই তিনি কিনতে থাকেন এক বড় তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানির শেয়ার। যার বাজার মূল পরবর্তী ২০–২৫ বছরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় আনুমানিক ৬৫ লক্ষ টাকায়। ব্রোকার ভদ্রলোকের বক্তব্যানুযায়ী এই বিশেষ শেয়ারটি জীবনের মান পালটে দেয় সেই কলেজ পড়ুয়া বন্ধুর। এবার দেখে নেওয়া যাক কিভাবে শেয়ারের দাম এতটা ওপরে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। আসল কথা হল এর মতো শেয়ার এমন হাতে গরমে জিনিস যা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেতেই পারে। শেয়ারের দাম বাড়া শুধু নয়। এর সঙ্গে নিয়ম করে পেতে থাকা বোনাস শেয়ার, ইত্যাদি মিলে কলেবরে এত বড় আর্থিক পরিমাণে দাঁড়ায় সামান্য কটি ইনফোসিস। যারা লং টার্মে বিশ্বাস করেন তাদের উচিত এই উদাহরণ মাথায় নিয়ে ভালো কোম্পানিতে দীর্ঘদিন যাবৎ নিবেশিত থাকা।

অর্থনীতি

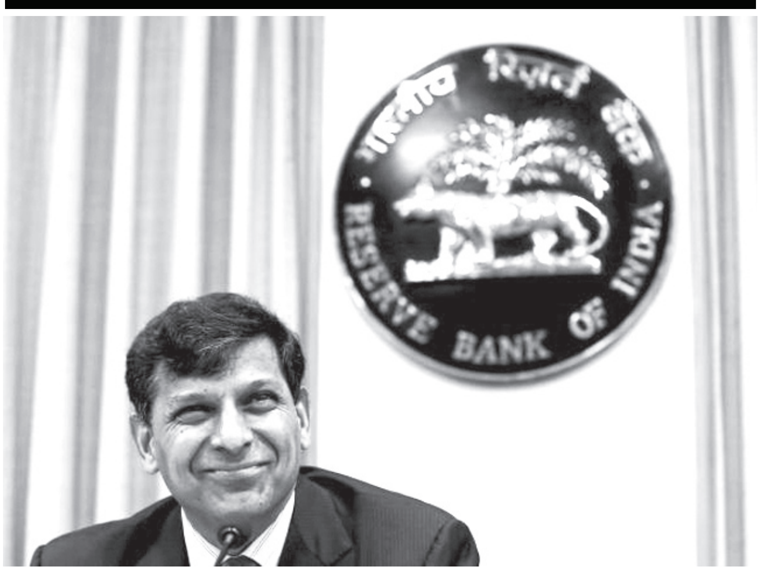

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ মার্চ – ১ এপ্রিল, ২০১৬

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন। অগ্রগতির পথে সময়টি শুভদায়ক। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ বিদ্যমান। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

বৃষ : কর্মস্তলে কাজের দায়িত্ব বেড়ে যাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা আসবে। কিন্তু আপনি জয়ী হতে পারবেন। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

মিথুন : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। উপযাচক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে সম্মান বজায় রেখে চলতে পারবেন কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। গোপন শত্রুর যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কর্কট : যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মনকে শক্ত করুন এবং ধৈর্য ধরে চলুন আপনার জয় অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষায় সফলতা পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। গৃহভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কে শুভফল পাবেন।

সিংহ : মনকে সংযম রাখার চেষ্টা করুন। চঞ্চলতা না কমালে কোন কাজে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কন্যা : খুব চিন্তা ভাবনা করে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্ব মূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকবে না। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। পায়ের ব্যাথায় কষ্ট।

তুলা : সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময় ভাল বলা যায়। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয়ে আপনি আনন্দ পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। অন্যের কথায় নিজেকে বিলিয়ে দেবেন না। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলুন।

বৃশ্চিক : ধৈর্য হারাবেন না। মনকে শক্ত করুন, আপনি সাফল্য পাবেন, কর্মে পদোন্নতির যোগ, সন্তান–সন্ততি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বাধা থাকলেও অর্থ পাবেন।

ধনু : যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, খাওয়া–দাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। আগে পেছনে চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হবেন। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। সকলের সঙ্গে মিশবেন কিন্তু বেশি গভীরে যাবেন না।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে মোটামুটি ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আছে কিন্তু বাধা সরে যাবে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। আয় পূর্বের তুলনায় সামান্য বাড়বে। অসাধু সঙ্গ ত্যাগ করবেন।

কুম্ভ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দৈব–দুর্ঘটনা ও প্রতারনার যোগ রয়েছে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ ঘটবে।

মীন : আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। চোখের পীড়ায় ও মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ভালো ফল পাবেন। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে, বায়ুরোগে কষ্ট পাবেন।

স্টেট ব্যাঙ্কে ১২৫ স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২৫ জন স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে অ্যাকুইজিশন রিলেশনশিপ ম্যানেজার, রিলেশনশিপ ম্যানেজার এবং কাস্টমার রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ পদে। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখায় (কলকাতা ছাড়া) নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CPRD/SCO-WM/2015-16/10.

অ্যাকুইজিশন রিলেশনশিপ ম্যানেজার : শূন্যপদ ৩৯টি। ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১০। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। সেন্টার অনুসারে শূন্যপদ : ব্যাঙ্গালোর ৪টি, হায়দরাবাদ ৫টি, পুণে ৪টি, চেন্নাই ৩টি, আহমেদাবাদ ৩টি, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল ৭টি, মুম্বই ৯টি, কোচি ২টি, তিরুবনন্তপুরম ১টি, ভোপাল ১টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও বিষয়ে স্নাতক। সঙ্গে ওয়েল্থ ম্যানেজমেন্টে সংশ্লিষ্ট পদে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। বয়স : ১–৩–২০১৬ তারিখে ২২ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

রিলেশনশিপ ম্যানেজার : শূন্যপদ ৭১টি। ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ৩৬, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৯। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। সেন্টার অনুসারে শূন্যপদ : ব্যাঙ্গালোর ১৪টি, হায়দরাবাদ ৬টি, পুণে ৯টি, চেন্নাই ৫টি, আহমেদাবাদ ৪টি, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল ১৭টি, মুম্বই ১২টি, কোচি ২টি, তিরুবন্তপুরম ১টি, ভোপাল ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও বিষয়ে স্নাতক। সঙ্গে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টে সংশ্লিষ্ট পদে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। বয়স : ১–৩–২০১৬ তারিখে ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কাস্টমার রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ : শূন্যপদ ১৫টি। ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪। সেন্টার অনুসারে **শূন্যপদ :** ব্যাঙ্গালোর ২টি, হায়দরাবাদ ২টি, পুণে ২টি, চেন্নাই ১টি, আহমেদাবাদ ১টি, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল ২টি, মুম্বই ১২টি, কোচি ২টি, তিরুবন্তপুরম ১টি, ভোপাল ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও বিষয়ে স্নাতক। সঙ্গে ওয়েল্থ ম্যানেজমেন্টে সংশ্লিষ্ট পদে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। বয়স : ১–৩–২০১৬ তারিখে ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কাস্টমার রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ : শূন্যপদ ১৫টি। ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪। সেন্টার অনুসারে শূন্যপদ : ব্যাঙ্গালোর ২টি, হায়দরাবাদ ২টি, পুণে ২টি, চেন্নাই ১টি, আহমেদাবাদ ১টি, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল ২টি, মুম্বই ২টি, কোচি ১টি, তিরবন্তপুরম ১টি, ভোপাল ১টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও বিষয়ে স্নাতক। সঙ্গে আর্থিক পণ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কথা বলায় দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১–৩–২০১৬ তারিখে ২০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন : প্রার্থীর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে।

বয়সের ক্ষেত্রে তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হবে। তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই দুটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.statebankofindia.com. www.sbi.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো ও কালো কালির সই আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইন পদ্ধতিতে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পরে ই–রিসিপ্ট এবং পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

৭ এপ্রিলের মধ্যে সাধারণ ডাকে দরখাস্তের প্রিন্ট আউটসহ যাবতীয় নকল পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : State Bank of India, Central Recruitment & Promotion Department, Corporate Centre, 3rd Floor, Atlanta Building, Nariman Point, Mumbai-400 021. খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন ওয়েবসাইট।

অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে দেবেন

- ফি জমা দেওয়ার ই–রিসিপ্ট।
- বয়সের প্রমাণপত্রের নকল।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের নকল (অভিজ্ঞতা সহ)।
- তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের নকল।
- দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের নকল।
- সচিত্র পরিচয়পত্রের নকল।
- সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী।

ইন্ডিয়ান অয়েলে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬৫ জন তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১/১৯৭৩ (সময়ানুসারে সংশোধনী) অনুসারে এক থেকে দেশ বছরের ট্রেনিং হবে বিভিন্ন ট্রেডে। ট্রেনিং হবে সংস্থার মথুরা রিফাইনারিতে। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর MR/HR/RECT/APP/2016.

ট্রেড অনুসারে আসন – কোড এ১ : অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট–কেমিক্যাল শাখা) : ২১টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি ৬)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি। ফিজিক্স, অঙ্ক ও কেমিস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি পড়ে থাকতে হবে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ : দেড় বছর।

কোড এ২ : ফিটার (মেকানিক্যাল শাখা) : ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সঙ্গে ফিটার ট্রেডে ২ বছরের আইটিআই কোর্স পাস। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ : এক বছর।

কোড এ৩ : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (কেমিক্যাল শাখা) : ১৪টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি ৪)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস ইঞ্জি নিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ : এক বছর।

কোড এ৪ : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (ইলেক্ট্রিক্যাল শাখা) : ১২টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ : এক বছর।

কোড এ৫ : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (মেকানিক্যাল শাখা) : ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ : এক বছর।

কোড এ৬ : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস (ইনস্ট্রুমেন্টেশন শাখা) : ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ও বিসি ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল বিষয়ে তিন বছরে ডিপ্লোমা। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ : এক বছর।

কোড নম্বর এ৪, এ৫ এবং এ৬–এর মোট ৪টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। সবক্ষেত্রেই প্রার্থীকে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

স্টাইপেন্ড : অ্যাটোন্ড্যান্ট অপারেটরের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে যথাক্রমে নির্দিষ্ট মাসিক ৮,৪৩৫ ও ৯,২৮৩ টাকা। বাকি সবক'টি ট্রেডের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাসিক ১০,১৩১ টাকা।

বয়স : ৩১–১–২০১৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ২ ঘন্টার লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.ioci.com প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো ও সই আপলোড করতে হবে। যথাযথভাবে দরখাস্ত সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**–শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪ / দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বালির ঘুষ কান্ডে জামিন প্রণব অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালি ঘুষ কান্ডের একটি মামলা থেকে জামিনে ছাড়া পেলেন প্রণব অধিকারী, স্ত্রী কৃষ্ণা অধিকারী সহ তাদের ছেলে। প্রত্যেককে জেলা দ্বিতীয় নগর দায়রা আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি কল্লোলকুমার দাস ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে মুক্তি দেন। তবে অপর একটি মামলায় তাকে আবার জেলে যেতে হয় বলে খবর পাওয়া যায়। ধৃতদের আইনজীবীর থেকে জানা যায়, পুলিশ ঠিক মতো সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে পারে নি। এছাড়া সহ চার্জশিটে অসংগতি থাকার কথা বিচারককে শুনানির সভায় জানানো হলে বিচারক সব শুনে ধৃতদের জামিন দেন। অবশ্য সরকার পক্ষের আইনজীবী শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ধৃতদের জামিনের বিরোধিতা করলেও তা অবশ্য বিচারক নাকচ করে দেন। ফলে ধৃতদের তিনজনেরই জামিনের আর কোনও বাধা থাকল না চলতি জামিন মামলায়। উল্লেখ্য গত বছরে ২০১৫ তে বালি পুরসভায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার প্রণব অধিকারীর ঘুষ মামলার কথা জানা জানি হওয়াতে কলকাতার দুর্নীতি দমন শাখার অফিসারেরা প্রণব অধিকারীর বেলুড় বিধান পল্লির বাড়ি থেকে নগদ সোনা দানা মিলিয়ে প্রায় ২০ কোটি টাকার হদিশ পায়। যা নিয়ে তখন রাজ্য রাজনীতি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।প্রণববাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি মোটা টাকা ঘুষ নিয়ে বাড়ির নকশা, বাড়ির তৈরির সরকারি নির্দেশজারি সহ দলিল পাইয়ে দেওয়ার কাজ করবেন। যা পরবর্তীকালে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ায় তা সকলের নজরে আসে। বিশেষ করে সংবাদ মাধ্যমের নজরে আসতেই প্রণববাবুর শিয়রে শমনের রাস্তা একপ্রকার পাকা হয়ে যায়।

হেডফোন কানে দুর্ঘটনা বারাসতে, মৃত ২

কল্যাণ রায়চৌধুরী : মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে বা হেডফোন কানে দিয়ে রাস্তা বা রেললাইন পারাপার করা যে কতখানি বিপজ্জনক, এটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিনিয়ত সরকারের পক্ষ থেকে এমনকি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ পথচারীদের উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়ে থাকে। এসত্ত্বেও মানুষ যে এখনও এ বিষয়ে কতখানি উদাসীন তা আরও একবার প্রমাণিত হল গত ২১ মার্চ, সোমবার। এদিন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত জংশন রেলস্টেশনের প্রায় সংলগ্ন ১২ নম্বর ও ১১ নম্বর রেল গেট দুটির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এমনই একটি দুর্ঘটনার শিকার হয় রাজ সরকার (২৭) ও রাহুল রায় বর্মন (২৫)। বারসত জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেল প্রায় পৌনে পাঁচটা নাগাদ বারাসত নবপল্লি এলাকার আরিফবাড়ির বাসিন্দা রূপঙ্কর সরকারের ছেলে রাজু ও প্রদীপ রায়বর্মনের ছেলে রাহুল, এই দুই বন্ধু কানে হেডফোন দিয়ে মোবাইল ও ট্যাব নিয়ে ১১ নম্বর ও ১২ নম্বর রেলগেট দুটির মাঝামাঝি রেল লাইনে কথা বলায় ব্যস্ত ছিল। আপ বনগাঁ লোকালের হুইসেলও তাদের কানে পৌঁছায়নি। ফলে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কা লাগে দুজনেরই। দুর্ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় লোকজন দৌড়ে আসেন। খবর পেয়েই চলে আসে বারাসত জিআরপি থানার পুলিশ। লোকজন ও পুলিশ মিলে তাদের উদ্ধার করে বারাসত হাসপাতালে পাঠালে রাহুলকে মৃত বলে জানান চিকিৎসক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজুকে স্থানান্তরিত করা হয় আরজিকর হাসপাতালে। পরে সেখান থেকে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় পিজিতে। গভীর রাতে রাজুর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। দুই বন্ধুর মৃত্যুতে তাদের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ জানায়, রাহুল তার বাবা–মায়ের একমাত্র সন্তান। বারাসত জিআরপি ওসি দীপক পাইক আক্ষেপ করে বলেন ‘এত দুর্ঘটনা সত্ত্বেও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সচেতন হয় না।’ তিনি এও বলেন ‘আমরাও কত বোঝাই। মাঝে মধ্যেই রেড করি। তখনকার মত চলে গেলেও পরে আবার আসে, লাইনে বসে গল্প করে। এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা আমাদেরও কষ্ট দেয়।’

ভোটের টুকিটাকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনিক এলাকায় মোট বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৩টি। ২০১৬–র ১ জানুয়ারি প্রশাসনিক সর্বশেষ ভোটার তালিকা অনুযায়ী এ জেলার মোট ভোটার ৭১,৬২,৬৪৮ জন এবং এবারের ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে এ জেলায় মোট পোলিং স্টেশন হচ্ছে ৮২৫৩টি। জেলায় সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে বাগদা–তফজা. (৯৪) মোট ভোটার ২,৫৫,০৮৩ জন। এবং সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে ভাটপাড়া (১০৫) কেন্দ্রে। মোট ভোটার ১,৪৩,৪১৩ জন। এবং সবচেয়ে বেশি পোলিং স্টেশন রয়েছে বসিরহাট দক্ষিণ (১২৪) কেন্দ্রে। ২৮৫টি। আর সবচেয়ে কম পোলিং স্টেশন রয়েছে ভাটপাড়া (১০৫) কেন্দ্রে। ১৬০টি। ‘ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বচন কমিশন এই জেলার বারাসত (১১৯) বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটারদের জন্য ‘ভিভি প্যাট’ (ভোটার ভেরিফিয়্যাবেল পেপার অডিট ট্রেইল) সিস্টেম থাকছে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ২,৪৬,০০০ জন এবং মোট পোলিং স্টেশন ২৮৩টি। ভোটাররা ভোট দেওয়ার প্রমাণ স্বরূপ এই প্রিন্টেড স্লিপ পাবেন।

হাহাকারের বাঁধন সরিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে পাথরপ্রতিমার জি প্লট

মেহেবুব গাজী

বঙ্গোপসাগরের নাম কে না শুনেছে। প্রত্যেক মানুষের চোখে মুখে থাকে এর নাম। অথচ সুন্দরবনের কাছে এটা আহামরি কিছু নয়। পাথরপ্রতিমার নয়টা মৌজা, পঁচিশটা বুথ নিয়ে ছোট্ট একটা দ্বীপ জি প্লট। এই দ্বীপের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে জগদ্দল নদী, পশ্চিমে কার্জনক্রিক নদী ও উত্তরে চালতা দুনিয়া খাল। নৌকায় রামগঙ্গা থেকে প্রায় ২ ঘন্টা ১৫ মিনিট সময় লাগে জি প্লটে পৌঁছতে। চাঁদমারী ঘাটে নেমে যেতে হয় এই দ্বীপের গ্রামগুলিতে। গ্রামের ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে চারদিকে সবুজে ঘেরা। সাজানো গ্রাম। কোনও জায়গায় পিচের রাস্তা কোথাও বা কংক্রিটের। দ্বীপের উত্তরে সুরেন্দ্রগঞ্জ বিদ্যামন্দির আর সীতারামপুর জি–প্লট বিদ্যানিকেতন, এই দুটি বড় স্কুলের দেখা মিলবে।

গতবারের থেকে এখন শিক্ষার হার বেড়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। গ্রামের মানুষের দাবি মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া কন্যাশ্রী প্রকল্প মেয়েদের অভিভূত করেছে ও লেখাপড়ার মানোন্নয়ন হয়েছে। সব থেকে বড় প্রয়াস এই দ্বীপে বৈদ্যুতিক সংযোগ। বনশ্যামনগর থেকে জি প্লট টাওয়ারের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে বিদ্যুৎ প্রত্যেক বাড়িতে। গত সরকারের আমলে যা ছিল স্বপ্ন। দেখিয়ে দিয়েছে বর্তমান সরকার। ইতিমধ্যে জি প্লট দ্বীপে বৈদ্যুতিন টাওয়ার বসানোর কাজ চলছে জোর কদমে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে বিদ্যুৎ এসে

যাবে বলে জানান বিধায়ক সমীর জানা। তবে বর্তমানে সৌরশক্তিই মূল ভরসা। বেশ কিছু জায়গায় জেনারেটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিষেবা চলছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে গ্রামের এক মধ্যবয়স্ক বলেন আমাদের এই গ্রামে ৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। তিনটের বিল্ডিং সম্পূর্ণ আর বাকি একটার কাজ চলছে। জমি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কিছু দিনের মধ্যে বিল্ডিং গড়ে উঠবে। গ্রামের মানুষদের সবারই এক মত। বিধায়ক সমীরবাবু আমাদের দ্বীপে অনেক কাজ করেছেন। সবথেকে বড় যে প্রয়াস সেটা হল রাস্তা, গ্রামের কোথাও কাঁচা রাস্তা নেই সবটাই পিচ, ঢালাই। ফলে যাতায়াতের কোনও অসুবিধা হয় না। বিদ্যালয়ে যেতে ছেলেমেয়েদের কোনও সমস্যা হয় না, রোগী নিয়ে যেতে কোন অসুবিধা হয় না। আপৎকালীন ফেরি সার্ভিসও থাকে। সব মায়েদের মুখে একটাই কথা কন্যাশ্রী। তবে বেশ কিছু জন বলেছেন আমরা এখনও পাইনি। হয়ত খুব শীঘ্রই পাবো। আশাকর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মায়েদের নিয়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্যমূলক পরামর্শ দিয়ে থাকে। আগের থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে।

গ্রামের এক বৃদ্ধ পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল বলেন বিধায়ক প্রায়শই গ্রামে ঢোকেন। মিটিং করে আমাদের নিয়ে কোথাও কোনও সমস্যা আছে কি না তা নিজে শুনে সমাধান করেন। তিনি নিজে আমার বার্ধক্য ভাতা চালু করেছেন। সুরেন্দ্রগঞ্জ বিদ্যামন্দির দূরে একটি গাছের তলায় বেশ কয়েকজন চাটাইয়ে বসে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন এই তো গেল বর্ষায় আমাদের জমিতে ধান চাষ হল না, সরকার থেকে আমাদের অল্প কিছু হলেও ক্ষতিপূরণ দিল। গ্রামে তাদের মাঝে সাংবাদিককে পেয়ে চারিদিকে ঘিরে ধরে ফেলে এক একটা উন্নয়নের কথা বলতে থাকে। সিপিএম কংগ্রেস জোট ওই দ্বীপে কোনও প্রভাব ফেলবে না বলে জানালেন জি প্লটের উপপ্রধান প্রাক্তন শিক্ষক আশিস কুমার বর্মন। বিধায়ক সমীরবাবু বলেন মানুষ তার উনন্নয়নের কাজ দেখেছে। দুর্গম পরিস্থিতি ছিল এই দ্বীপে। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দুর্গম দ্বীপকে সুগম করেছি। একশো দিনের কাজ দ্রুতগতিতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়িয়েছে। আর আমাদের সব থেকে বড় প্রকল্প হল আয়লা বাঁধ, ইতিমধ্যে আমরা কৃষ্ণদাসপুর, বুড়োবুড়ি তট, উত্তর ও দক্ষিণ সুরেন্দ্রগঞ্জ এ বাঁধ তৈরির কাজ শেষ, আর দক্ষিণ সীতারামপুরে বাঁধ তৈরির কাজ শেষের পথে। ইন্দ্রপুরে জমি অধিগ্রহণ চলছে কিছুদিনের মধ্যে ইতিমধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। মানুষ আমাদের কাজ দেখে ভোট দেবে। জোট–ঘোঁট যেই আসুক কেউ কিছু করতে পারবে না।

ব্যাপক ধরপাকড় নির্বাচনের আগে

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

গত ৪ মার্চ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নসীম জইদি নির্দেশ দিয়েছিলেন ভোটের আগে এলাকার সমস্ত দাগী দুষ্কৃতী ও জামিন অযোগ্য ধারায় যারা বাইরে আছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে জেল ভরতে হবে। উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ ও ভয়মুক্ত নির্বাচন। দিল্লি থেকে ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসে। তাদের কাছে বহু অভিযোগ জমা পড়ে। নির্দেশ ছিল স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর এলাকাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে, দরকার হলে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে ভয়মুক্ত করতে হবে। মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সব চেয়ে বেশি দুষ্কৃতীদের ঘাঁটি। বিশেষ করে সোনারপুরে ডাকাত ও খুনিদের আশ্রয়। এর সঙ্গে রয়েছে চোলাই কারবারিরা। নির্বাচনের ঘন্টা বাজার আগে সোনারপুর থানার আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়ে বেশ কিছু দাগী দুষ্কৃতীকে ধরেছেন। দুষ্কৃতীদের ধরা হয় কালিকাপুর, নতুনহাট, চম্পাহাটি, মিশন পল্লি এলাকা থেকে। এই সব কুখ্যাত ডাকাত ও দাগী দুষ্কৃতীদের দল অস্ত্র সমেত ধরা পড়েছে। জালাল হালদার ও আলতাব মণ্ডল, ময়না গাজী, মুন্না শেখ, হারুল গাজীর পুলিশের খাতায় অনেক বার নাম উঠেছে। এরা ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর্মস সমেত ধরে ফেলে সোনারপুর থানার দুঁদে গোয়েন্দা ক্রাইম টিম। এরপর সোনারপুরের সব চেয়ে কুখ্যাত এলাকা উত্তর রানিয়া থেকে ধরা পড়ল ভোম্বল লোহার (মোহন) ও বিশু পাল। গত বছরের রানিয়ায় গুলি কান্ডে এরা ধরা পড়ে। এরপর মুন্না শেখ ও শাজাহান বেআইনি অস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছিলো, তাদেরকে অস্ত্র সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া সোনারপুরে খুড়িগাছিতে একটি মারুতি ওমনি ভ্যানে করে পাচার হওয়ার সময় ধরা পড়ে ৮০০ লিটার চোলাই। কারণ এই চোলাই রেড করার ব্যাপারে সাধারণত আবগারি দপ্তরের সঙ্গে পুলিশের যৌথভাবে অভিযান হয়, এখানে সোনারপুর থানা একাই সাফল্য অর্জন করলো। এই সংবাদ পেয়ে জেলার পুলিশের কর্তারা খুবই খুশি। বর্তমানে এলাকায় দিনে রাতে টহলদারি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সোনারপুর (উত্তর) বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী জ্যোতির্ময়ী শিকদার ভোট প্রচারে বেড়িয়ে এক দম্পতির বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করেন। সেখানে বাড়ির কর্তাকে মারধর করে দুষ্কৃতী বাপি নস্কর। জ্যোতির্ময়ী দেবীর সমর্থকরা থানায় অভিযোগ করে। তার ভিত্তিতে বাপি নস্করকে গ্রেপ্তার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। এলাকার সব রাজনৈতিক মহলের মানুষেরা এই দ্রুত পদক্ষেপের জন্য সোনারপুর থানাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

সোনারপুর

বাসন্তীতে দুই মন্ত্রীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

সুজাউদ্দিন গাজী : যতদিন বামফ্রন্ট রাজ্যের ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন আরএস পি’র সুভাষ নস্কর। ২০১১ সালে বিধানসভা ভোটে বাসন্তীতে পরিবর্তনের ঝড়েও ঘর ভাঙতে পারেনি আরএসপি’র। সেবার বামফ্রন্টের শরিক হিসেবে বাসন্তী বিধানসভা দখল করে মুখ রক্ষা করেছিলেন আর এসপি প্রার্থী সুভাষ নস্কর। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জোট সঙ্গী কংগ্রেস প্রার্থী অর্ণব রায়কে ৬,২০৯ ভোটে হারিয়ে সুভাষবাবু জয়ী হয়েছিলেন। বাসন্তী নিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবার অষ্টমবার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়বেন এই প্রাক্তন মন্ত্রী। এই কেন্দ্র থেকে আগে সাতবার সুভাষ নস্কর জয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে এবার তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর। ফলে ওই কেন্দ্রে এবার দুই প্রাক্তন মন্ত্রীর লড়াই হবে। কিন্তু তবুও সুভাষ নস্কর চিন্তিত নন। কারণ বাসন্তীতে সুভাষবাবু বহু কাজ করেছেন। এছাড়া এই কেন্দ্রের ভোটারদের হাতের তালুর মতোই চেনেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই তিনি প্রিয় সুভাষদা। অপরদিকে নস্করের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে বেশ বিজ্ঞান সম্মতভাবে এগোচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গোবিন্দচন্দ্র নস্কর। মন্ত্রী থাকাকালীন যে সব উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন তা

বাসন্তীতে তৃণমূল গোষ্ঠীকোন্দলে জেরবার। তাই অনেকটাই নিশ্চিত সুভাষ নস্কর।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রটি দখল করতে কোমর বেঁধে প্রচারে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সুভাষ প্রচার করছে তৃণমূল। এলাকাবাসীর জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করে যাব। ৩৪ বছর কাজ করেননি বলে রাজনৈতিক সচেতন ভোটারদের। এই সব বিধানসভা এলাকায় যে সব অঞ্চলগুলি আছে সবটাই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। সব মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোবিন্দচন্দ্র নস্কর আরএসপি প্রার্থী সুভাষ নস্করের থেকে বেশ এগিয়ে। আর এস পি বাসন্তী বিধানসভা পুনরায় দখলে রাখার জন্য ছককষা শুরু করেছে। দখলে থাকা বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্র এবার কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়েছে আর এসপি। গোবিন্দ নস্করকে বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে পেয়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মনোবল অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। এক কথায় তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা মরিয়া জয়ের জন্য। বাসন্তীর প্রত্যন্ত জনপথ ঘুরে বেড়াচ্ছে ভূমিপুত্র সুভাষ নস্কর। গ্রীষ্মের পারদ ছুয়েছে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবুও নির্ভয়ে তিনি। বাসন্তীবাসীদের পাশে থেকেছেন তিনি দীর্ঘদিন। সুন্দরবনের বাসন্তী প্রান্তজন, দ্বীপবাসী আজ উন্নয়নের হাত ধরে সুভাষ নস্করের স্বপ্ন দেখছেন বাসন্তীবাসীরা এই বিধায়ককে ভর করে। বাসন্তীর চড়াবিদ্যা এলাকার এক সাধারণ পরিবার থেকে নিজের চেষ্টায় শিক্ষক ছাড়া জেলা সম্পাদক, বিধায়ক তথা সেচমন্ত্রী ছিলেন।

চারদিকে ঘাস ফুলের সমারোহে বাসন্তী বিধানসভার আলাদা জেহাদ আছে। সেই দ্বীপের নাম বাসন্তী বিধানসভা। রঙে ভরা এ পরিবর্তনের বঙ্গে ঠাসাঠাসি বাস করা কয়েক করে যাচ্ছেন। রাজনীতির বোদ্ধারা চৈত্রের খরবায়ু ভোটের হাওয়ায় মিশে গিয়ে যখন বাসন্তীবাসীদের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে সেরকম এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করা গেল। রাজনৈতিক সচেতন ভোটারদের এক কথা, আমাদের সুখে–দুঃখে যাকে পাশে পাই, ভোট দেব তাকেই। বিধানসভা ভোটের যে প্রচারে যে প্রার্থীই আসুক না কেন, তাকে ঘিরে ধরে এই সমস্যার কথাগুলি জানাতে চায় বাসন্তী বাসিন্দারা। সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাসও হয়তো দেবেন সব প্রার্থীই। তবে সার্বিকভাবে বাসন্তী কেন্দ্রে ভোটের ফলাফল যতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছেই।

মহানগরে

মহানাগরিকের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ পুর ইতিহাসে বেনজির

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার সুমহান ইতিহাসে যার নজির পাওয়া সত্যিই দুষ্কর, এমন অচিন্তনীয় বিষয় পুরসভার ইতিহাসে গত ২১ মার্চ সংযুক্ত হল। নারদ নিউজ

ওয়েব পোর্টালের স্টিং অপারেশনের ঘুষ কান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় ও উপ–মহানাগরিক ইকবাল আহমেদের পদত্যাগের দাবিতে পুরসভার বিভিন্ন দফতরের বাম সমর্থিত মোট পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন যৌথভাবে বিক্ষোভ দেখালো। সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়নও বিক্ষোভে অংশ নেয়। ঘন্টা দেড়েক মহানাগরিকের পদত্যাগের দাবিতে কয়েকশো কর্মচারি স্লোগান দিয়ে মিছিল করেন। এদিকে গত ১৭ মার্চ থেকে মহানাগরিকের পুরভবনে আসাও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

প্রসঙ্গত, কর্মচারিদের বিভিন্ন দাবি–দাওয়া নিয়ে এর আগে পুরভবনে অসংখ্য বার বিক্ষোভ–মিছিল হয়েছে। মহানাগরিককে ঘেরাও করাও হয়েছে। কিন্তু খোদ মহানাগরিকের পদত্যাগ চেয়ে কোনও কর্মচারি সংগঠন খোদ কেন্দ্রীয় পুরভবনেই বিক্ষোভ দেখিয়েছে, পুরসভার সুমহান ইতিহাতে এমন ঘটনা কল্পনাতীত। পুরসভার সাধারণ কর্মচারীদের অনেকেরই বক্তব্য ‘নারদ নিউজ ওয়েব পোর্টালের স্টিং অপারেশনে’র ঘুষকান্ডে বর্তমান মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় পুরসভার ঐতিহ্য ধাক্কা খেয়েছে।

২২ কেন্দ্রে ভি ভি প্যাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যের গত পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনে পরীক্ষামূলকভাবে যে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিল, এবারের ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে সেই অভিনব উদ্যোগকে আরও বড়ো আকারে রূপায়িত করতে চলেছে। রাজ্যের মোট ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে নির্বাচন কমিশন এবার ২২টি কেন্দ্রে ‘ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনে’র দিকে লক্ষ্য রেখে ভোটারদের জন্য ভি ভি প্যাট (ভোটার ভেরিফিয়্যারেবল পেপার অডিট ট্রেইল) পদ্ধতির ব্যবস্থা রেখেছে। রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই ২২টি কেন্দ্র হল : ১. কোচবিহার দক্ষিণ (৪), ২. আলিপুরদুয়ার (১২), ৩. জলপাইগুড়ি– তফজা (১৭), ৪. শিলিগুড়ি (২৬), ৫. রায়গঞ্জ (৩৫), ৬. বালুরঘাট (৩৯), ৭. ইংলিশবাজার (৫১), ৮. মুর্শিদাবাদ (৬৪), ৯. কৃষ্ণনগর উত্তর (৮৩), ১০. বারাসত (১১৯), ১১. যাদবপুর (১৫০), ১২. বেহালা পশ্চিম (১৫৪), ১৩. বালিগঞ্জ (১৬১) ১৪. চৌরঙ্গি (১৬২), ১৫. হাওড়া মধ্য (১৭১), ১৬. চন্দননগর (১৮৯), ১৭. পুরুলিয়া (২৪২), ২০. বাঁকুড়া (২৫২), ২১. বর্ধমান দক্ষিণ (২৬০) এবং ২২. সিউড়ি (২৮৫)। এই কেন্দ্রগুলিতে ভোটাররা ভোট দেওয়ার প্রমাণ স্বরূপ ‘ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)’ থেকে কেটে পড়ে যাওয়া একটি প্রিন্টেড স্লিপ পাবেন। প্রসঙ্গত, এই ২২টি কেন্দ্রের মধ্যে রাজ্যের ২০টি জেলার ১৮টি জেলায় একটি করে কেন্দ্র এবং ব্যতিক্রম হিসাবে কলকাতা (বালিগঞ্জ ও চৌরঙ্গি) ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা (যাদবপুর ও বেহালা পশ্চিম) জেলার দু’টি করে কেন্দ্রে ভিভিপ্যাটের ব্যবস্থা থাকছে।

বেহালা পশ্চিম ও কুলপি কেন্দ্রই এগিয়ে–পিছিয়ে

বরুণ মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনিক এলাকায় মোট বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ৩১টি। ২০১৬–র ১ জানুয়ারি প্রকাশিত সর্বশেষ ভোটার তালিকা অনুযায়ী এই জেলার মোট ভোটার ৭১,৯২,৪৬৪ জন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে বেহালা পশ্চিম (১৫৪) কেন্দ্রে। মোট ভোটার ২,৯০,৯৮১ জন এবং সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে কুলপি (১৩৩) কেন্দ্রে। মোট ভোটার ১,৯৩,৭৯২ জন। আবার এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পুরুষ ভোটার রয়েছে বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে। মোট পুরুষ ভোটার ১,৪৩,০০৬ জন এবং সবচেয়ে কম পুরুষ ভোটার রয়েছে এই কুলপি কেন্দ্রে। এখানে মোট পুরুষ ভোটার রয়েছে ১,০০,৪১৪ জন। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি মহিলা ভোটার রয়েছে ওই বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে। এখানে মোট মহিলা ভোটার রয়েছে পুরুষ ভোটারের তুলনায় অধিক। মোট ১,৪৭,৯৭৩ জন। এবং সবচেয়ে কম মহিলা ভোটার রয়েছে ওই কুলপি কেন্দ্রে। এখানে মোট মহিলা ভোটার ৯৩,৩১৪ জন। আবার ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পোলিং স্টেশন রয়েছে ওই বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে। মোট ৩৪১টি আর যাদবপুর (১৫০) কেন্দ্রে পোলিং স্টেশন রয়েছে ৩৪০টি এবং সবচেয়ে কম পোলিং স্টেশন রয়েছে কলকাতা ও মহেশতলা পুর এলাকার মেটিয়াবুরুজ (১৫৭) কেন্দ্রে। মোট ২১০টি। জেলায় মোট পোলিং স্টেশন ৮৩২৪টি।

এবারের বিধানসভা ভোটে এ জেলা প্রশাসনের যে ছ’টি নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার দু’টি অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল সাগরদ্বীপের সাগর (১৩২) কেন্দ্রের নির্বাচন কর্মকান্ডে কোনও রকম প্লাসটিক ব্যাগ ব্যবহৃত হবে না। সাগর কেন্দ্রের ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে প্লাসটিক মুক্ত। এবং আরেকটি বিষয় হল এই কেন্দ্রে ভোটের কাজে যে গাড়িগুলি ব্যবহৃত হবে সেগুলি এলপিজি চালিত। প্লাসটিক মুক্ত সবুজে মোড়া নির্বাচন সাগর কেন্দ্রে হবে। এবং আরও একটি বিষয় হল ৩০ এপ্রিল ভোটের দিন ভোট চলাকালীন এবং ভোটের আগে ও পরে ৫৫টি গাড়ি জেলার অতি স্পর্শকাতর ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ‘লাইভ মনিটরিং’ চালাবে। এ জেলার নির্বাচন সংক্রান্ত আরও খবর পেতে চলুন : www.s24pgs.gov.in/election/home.html–এখানে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৬ মার্চ – ১ এপ্রিল, ২০১৬

কল্যাণকামী রাষ্ট্রে আজ প্রবীণরা উপেক্ষিত

দেশের বয়স্ক নাগরিকদের আজ বড় অসহায় অবস্থা। নতুন প্রজন্মের কাছে তারা নানা ভাবে বিড়ম্বিত। দ্রুত 'উন্নয়নের' সুফল কিংবা 'এগিয়ে' যাবার প্রতিযোগিতার কারণে তাঁরা আজ বড় অসহায়। নতুন প্রজন্ম তাদের কর্তব্য পালন করতে অপারগ। আজ উন্নত দেশগুলির মতই এদেশেও বৃদ্ধ নিবাসের চাহিদা তুঙ্গে। পরিপূর্ণ মানুষ হবার বৌদ্ধিক শিক্ষার অভাব কিংবা স্বার্থপরতার কারণে তাদের বাবা–মা কিংবা অভিভাবক স্থানীয়দের প্রতি কর্তব্য পালন করছে না বহু আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নতুন প্রজন্ম। যদিও এ চিত্র সর্বক্ষেত্রে বা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গ্রামের তুলনায় শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মধ্যে অভিভাবকদের উপেক্ষা করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। পরিসংখ্যান বলছে এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান।

বৃদ্ধ–বৃদ্ধারা শহরের বুকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসহায়। সেই সুযোগ দুর্বৃত্ত, ডাকাত, চোর সবাই গ্রহণ করছে। রাজ্যে 'প্রণাম' বলে পুলিশের একটি প্রশংসনীয় প্রকল্প থাকলেও সার্বিকভাবে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকার সেভাবে গ্রহণ করেনি। সচেতন হয়নি নাগরিক সমাজ আজও। এ বড় লজ্জার। বিশেষ করে বাংলার ক্ষেত্রে।

জাতীয় ক্ষেত্রে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের প্রতি সরকার তার কর্তব্যচ্যুত হয়েছে এমন অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগ প্রকট হয়েছে এবারের বাজেটেও। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের একান্ত সম্বল প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় সরকারি হস্তক্ষেপ দেশ ভালভাবে নেয়নি। প্রবল সমালোচনার মুখে দেশের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি পিছু হটলেও আবার নতুন করে সঞ্চয় ও পিএফ থেকে সুদের হার কমিয়ে দেন। স্বাভাবিক ভাবেই কল্যাণকামী রাষ্ট্রে যেখানে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জীবনে নিশ্চয়তা প্রদান কর্তব্য যেখানে আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা অত্যন্ত অন্যায়। যাদের অভিজ্ঞতা, যাদের শ্রম মিশে আছে রাষ্ট্রের গঠনে,তাদের শেষ বয়সে অবহেলা, নিরাপত্তহীনতা ও আর্থিক অনিশ্চয়তায় ফেলে দেওয়া এক প্রকার রাষ্ট্রীয় পাপ। এমন অকল্যাণকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি নইলে সময় কাউকেই ক্ষমা করবে না। নবীন একদিন প্রবীণ হবেন। এটিই সত্য।

অমৃত কথা

একজনের বাড়িতে ভারি অসুখ, রোগী মৃতপ্রায়। এমন সময় একজন বললে, 'ওমুক নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর একটা সাপ একটা ব্যাঙকে তেড়ে যাবে, ব্যাঙকে ছোবল মারবার সময় ব্যাঙটা যেই লাফ দিয়ে পালাবে, অমনি সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে যাবে। সেই বিষের ওষুধ করে যদি রোগীকে খাওয়াতে পার, তবে রোগী বাঁচবে।' যার বাড়িতে অসুখ, সে তিথি নক্ষত্র দেখে বাড়ি থেকে বের হলো, আর ব্যাকুল হয়ে ওই সব খুঁজতে লাগলো। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছে, ঠাকুর। তুমি যদি যোগাযোগ করে দাও তবেই হয়।' যেতে যেতে সে একটা মড়ার মাথার খুলি দেখতে পেলো, দেখতে দেখতে এক পসলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। তখন লোকটি বলতে লাগলো, 'হে ঠাকুর! মড়ার মাথার খুলিতো পেলাম, সেই নক্ষত্রে বৃষ্টিও হল আর খুলিতে বৃষ্টির জলও পড়েছে। এখন কৃপা করে আর বাকি কটার যোগাযোগ করে দাও।' এমন সময় একটা সাপ এলো। তখন সেই লোকটির ভারি আনন্দ হল এবং এমন ব্যাকুল হল যে, তার বুক দুর দুর করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, 'হে ঠাকুর! অনেকগুলো যোগাযোগ হয়েছে, এখন কৃপা করে বাকি গুলো যোগাযোগ করে দাও।' বলতে বলতে ব্যাঙও এলো, সাপটা ব্যাঙকে তাড়া করলো। মড়ার মাথার খুলির কাছে সেই সাপটা যেমনি ছোবল দিতে যাবে, অমনি ব্যাঙটা লাফ দিয়ে ওদিকে চলে গেল, আর বিষ খুলির ভেতর পড়ে গেল। কাতর প্রাণে ভগবানের কাছে যা চাইবে, তাই পাবে।

সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর তাঁকে আত্ম সমর্পণ কর, তা হলে আর গোল থাকবে না। তখন দেখবে তিনিই সব করছেন। সবই 'রামের ইচ্ছা।'

প্রশ্ন: শাস্ত্রজ্ঞান না হলেকি ধর্ম লাভ হয় না?

উত্তর: অপরকে হত্যা করতে হলেও অস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু আত্মহত্যা একখানা নরুণ দিয়েও হয়। তেমনি প্রচার বা বক্তা হলে শাস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু আত্মজ্ঞান এক কথায় হয়।

শাস্ত্র পড়ে হদ্দ, অস্তি মাত্র বোধ হয়, কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। ডুব দেবার পর তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়।

সকলেরই জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় জ্ঞান হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়িতেই খাটানো আছে, গ্যাস কোম্পানির কাছ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। তাদের আরজি করো। আরজি করলেই তারা গ্যাসের বন্দোবস্ত করে দেবে। তবে ঘরে গ্যাসের আলো জ্বলবে।

শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে? শাস্ত্র বালিতে চিনিতে মিশে আছে, তা থেকে চিনিটুকু নেওয়া ভারি কঠিন। শাস্ত্রের মর্ম গুরু মুখে, সাধু মুখে জেনে নিতে হয় তখন আর গ্রন্থের কি দরকার।

ফেসবুক বার্তা

শান্তিনিকেতনের নির্মল মুক্ত প্রাঙ্গনে এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের শুভলগ্নে অগণিত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কবিগুরুর এক বিরল মুহূর্ত।

মান হরণের ষড়যন্ত্রে তৃণমূলের এক ডজন নেতা ডাহা ফেল, মিছিলে কলঙ্ক–মোচন হবে কি?

নির্মল গোস্বামী

আমার ভাই আর আমার নামে এক বিঘা দামি জমি ছিল। জমির দাম ক্রমশ উর্দ্ধমুখী আর আমারও টাকার প্রয়োজন নেই। তাই ভাই বার বার বলা সত্ত্বেও আমি জমি বিক্রি করতে চাইনি। হঠাৎ একদিন জানলাম কি যে আমার ভাই আমার সই জাল করে ওই জমি বিক্রি করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার আশু কর্তব্য কি হবে? না প্রথমেই কোনও হাতের লেখা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে প্রমাণ করানো যে সইটা জাল, আমার নয়। তারপর আমার ভাই অর্থাৎ চক্রান্তকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করা যাবে। সই জাল এটা প্রমাণ না করে ভাইকে কি আমি চক্রান্তকারী বলতে পারি? আর বললেও লোকে তা বিশ্বাস করবে কেন?

আমাদের এই বঙ্গের শাসকদল যারা নিজেরা নিজেদের সততার বিজ্ঞাপন বয়ে বেড়ায় তারা আজ যুক্তিতে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। স্টিং অপারেশনের ভিডিওটি জাল তা প্রমাণ করার কথা, ল্যাবে পাঠিয়ে পরীক্ষা করার কথা একবারও উচ্চারণ না করে চক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে হাঁক ডাক করছে হাত পা ছুঁড়ছে। তাদের মূলধন যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ''সততা'' সেটা আজ ছলনা করে হরণ করল ''নারদ নিউজ এজেন্সি''। তৃণমূলের মহাসচিব বলছেন যা আমরা বিশ্বাস করি না তা নিয়ে তদন্ত করতে যাবো কেন? নেতাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। জনগণ যা দেখল সেটা যে মিথ্যা তা প্রমাণ করার একমাত্র পথ হল প্রকাশিত সিডিটা পরীক্ষা করিয়ে দেখা সেটা জাল না আসল। যদি জাল হয় তবেই জনগণ বিশ্বাস করবে। সামনে নির্বাচন। বিরোধীরা চক্রান্ত করেছে সেটা প্রমাণ না করলে জনগণ বিশ্বাস করবে কেন? আর বিরোধীদের এতো বড় দুর্বলতা হাতে পেয়েও তৃণমূল দল কেন ছেড়ে দিচ্ছে? তা কিন্তু বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয়। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে যাতে না বের হয় তার জন্যই ধামাচাপা দেওয়ার প্রয়াস। এছাড়া তৃণমূলের কাছে বিকল্প কোনও পথই যে আর নেই।

এর আগে একবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাইমারি শিক্ষা সংসদের সভাপতি সুরঞ্জনা চক্রবর্তীর বক্তব্যের স্টিং অপারেশন ধরা পড়েছিল। প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ যে নিয়মনীতি মেনে হয় নি তা প্রকাশ হয়েছিল। সুরঞ্জনা চক্রবর্তী বলেছিলেন চাকরি কাকে দেবো, কি করে দেবো, সে তো পার্থদা জানে, মুকুলদা জানে। এই সিডি ২৪ ঘন্টা চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছিল। সেবারেও পার্থবাবু বলেছিলেন ও সিডি ভুয়ো, তৃণমূলকে হেয় করার চক্রান্ত। যিনি এই স্টিং অপারেশন করে ছিলেন তিনি আমার পরিচিত। তার বিরুদ্ধে মামলা বা চ্যানেলের বিরুদ্ধেও কিছু পদক্ষেপ নেয়নি তৃণমূল দল। কারণ তারা জানে সিডি জাল নয়। তাদেরই তৃণমূল কর্মীর স্ত্রী চাকরি না পেয়ে এই অপারেশনে সহযোগিতা করেছিল। এটা তৃণমূলী ধারার রাজনীতি এরা ধরা পড়লেও লজ্জা পায় না। এদের অপরাধ বোধও নেই। দলও কোনও পদক্ষেপ নেয় না। ২০১১ সালে নির্বাচনের আগে কুপন পোড়ানোর অভিযোগ এনেছিলেন সিপিএম নেতা গৌতম দেব। মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন তিনি। মুকুল রায় কোটি টাকার (মুকুল রায়ের মূল্য কত তা বঙ্গবাসী পরে জানল) মানহানি মামলা করেন। কিন্তু যতদূর বোঝা যায় গৌতম দেব হাজিরা দিলেও মুকুল রায় কোনও ডেটেই হাজির হন নি। গৌতম দেবকে জেলে পোরার এতো বড় সুযোগ মুকুলবাবু কেন হাতছাড়া করলেন? এর উত্তর হল এক্ষেত্রেও সত্যিটা বেড়িয়ে পড়ার ভয় ছিল। ঝুলি থেকে বেড়ালটা যে ম্যাও ম্যাও করছিল।

তৃণমূল নেত্রী বলছেন যে আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে। মমতা পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ। আর রাজনীতি মানেই তো চক্রান্ত। সে চক্রান্তের রাজনীতি শুরু হয়েছিল ত্রেতাযুগে। রাবণ চক্রান্ত করে সন্ন্যাসীর বেশে সীতাকে হরণ করেছিল। তাই তো রাবণ বধ হল। আবার দ্বাপর যুগে পাশা খেলায় চক্রান্ত করে পান্ডবদের হারানো হল। তাই মহাভারতের সৃষ্টি হল। কুরুবংশ ধ্বংস হল। তাহলে চক্রান্ত নতুন কোনও শব্দ বা কৌশল নয় যা শুধুমাত্র তৃণমূল নামক দলটার উপর প্রয়োগ হল বা হচ্ছে। যুগে যুগে রাজনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে চক্রান্ত। শুধু রাজনীতির কথা কেনই বলব। সমাজ সংসারে এমন অনেক ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে যেখানে চক্রান্ত করে ফাঁসানোর চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তাদের সততার দৃঢ়তার জন্য তারা পাতা ফাঁদে ধরা দেয় নি। উল্টে যারা ছলনার আশ্রয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েছিল তারাই পরিবর্তিত হয়ে গেল।

যবন হরিদাস ছিলেন ভক্ত মানুষ। তিনি দিনে তিন লক্ষ হরিনাম করতেন। তিনি একটি পর্ণকুটিরে বাস করতেন। তিনি যে অঞ্চলে বাস করতেন সেই অঞ্চলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ হরিদাস সত্যিই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য মনঃস্থির করলেন। তিনি লক্ষহীরা নামে এক সুন্দরী যুবতী নগরনটীকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে হরিদাসের চরিত্র হননের জন্য পাঠালেন। লক্ষহীরা সেজেগুজে সন্ধ্যাকালে হরিদাসের কুটিরে এসে হাজির হলেন। হরিদাস ঈশারায় বসতে বলে হরিনামে মন দিলেন। লক্ষহীরা বসে বসে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর সকাল হতে বাড়ি ফিরে গেল। রামচন্দ্র পরদিন আবার পাঠালেন। লক্ষহীরা আসতেই হরিদাস বলল আগে নাম সেরে নিই তারপর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। লক্ষহীরা ভাবলেন তার কাজ এবার হাসিল হবে। প্রচুর ধনসম্পদ সে পাবে। এই আনন্দের কথা চিন্তা করতে করতে কখন রাত শেষ হল। লক্ষহীরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। পরদিন সন্ধ্যাকালে আবার এলো। হরিদাস বলল বড় অন্যায় করেছি মা তোমার সঙ্গে। কিন্তু কি করব বল তিন লক্ষ হরিনাম না শেষ করে যে কোনও কাজই আমি করি না। তুমি আজ কুটিরের ভিতরে এসে বসো। আর এক লক্ষ নাম বাকি আছে এটা সারা হলেই তোমার সাধ পূর্ণ করব। হরিদাসের মুখে হরিনাম শুনতে শুনতে লক্ষহীরা মাতোয়ারা হয়ে গেল। সকাল হলে তিনি হরিনাম করতে করতে নগরে ফিরল সকলে দেখল নগরনটীর পরিবর্তন। হরিদাসের জয়জয়কার হল। পঞ্চদশ শতকের এই ঘটনার কথা সকলেই জানে। চক্রান্ত করেও কিন্তু সফল হন নি জমিদার। আমাদের আধুনিক যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নাকি টাকা ছুঁতে পারেন না। তাঁর হাত বেঁকে যায়। কলকাতার নরেন তখন সবে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেছে। একদিন ছলনা করে আগে গিয়ে ঠাকুরের বিছানার নিচে একটি টাকা লুকিয়ে রাখল। ঠাকুর ঘরে ঢুকে বিছানায় বসতে গিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। মনে হল যেন ইলেকট্রিক শক খেলেন। ঠাকুর নিজেই বলেছেন গুরুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি তবে বিশ্বাস করবি।

তাহলে কেন নেতাদের পরীক্ষা করে আমরা বাজিয়ে নেবো না। প্রযুক্তির আবিষ্কার তো হয়েছে মানুষের সুবিধার জন্য। তাহলে সেই প্রযুক্তির প্রয়োগে যদি নেতাকে কেউ চিনতে চায় সেটা দোষের হবে কেন? যদি এমন কোনও মেশিন ওঠে যে কারও মনের চিন্তা তাতে ধরা যাবে তবে সেই মেশিন দিয়ে নেতামন্ত্রীদের পরীক্ষা করে নেওয়া যেত – যে সারাক্ষণ নেতামন্ত্রীরা কি চিন্তা করেন। কতটা সময় দেশের চিন্তায় বা জনগণের মঙ্গল চিন্তায় ব্যয় করেন। আর কতটা সময় নিজের আখের গোছানোর চিন্তায় ব্যয় করেন। ফলে তৃণমূল নেত্রী ষড়যন্ত্রের কথা বলে সহানুভূতি পাবার চেষ্টা যতই করুক, তা নেতাদের অ্যাসিড টেস্ট হয়েছে – সেই পরীক্ষায় তারা ডাহা ফেল। তাদের চাকরি থেকে, পদ থেকে বের করে দিয়ে নেত্রী নিজের এবং দলের সম্মান বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। উল্টে সারদার মতো এক্ষেত্রে চক্রান্ত হয়েছে বলে মিছিল করলেন। চোরেদের পক্ষে মিছিল। ঘুষখোরদের পক্ষে মিছিল। মিছিলের কৌলিন্যে আর থাকবে কি?

> যুগে যুগে রাজনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে চক্রান্ত। শুধু রাজনীতির কথা কেনই বলব। সমাজ সংসারে এমন অনেক ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে যেখানে চক্রান্ত করে ফাঁসানোর চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তাদের সততার দৃঢ়তার জন্য তারা পাতা ফাঁদে ধরা দেয় নি।

বামপন্থার লোলুপতার আড়ালে মানবিকতার মুখোশ

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা দেশে বামপন্থীরা নিজেদের দলগত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শূন্যে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গ– থেকে বিতাড়িত, ত্রিপুরায় পার্টির প্রদীপ জ্বলে আছে। লোকসভায় সিপিআই (এম) এবং সিপিআই–র ১টি আসন মিলিয়ে ৫৪৩ টি আসনের মধ্যে দশটির কোনওরকমে দখল করে রাখতে পেরেছে। সামনে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। কেবল পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার জন্য গায়ে তেল মেখে সুকুমার রায়ের ষষ্ঠীচরণ হবার চেষ্টা করছে কমরেডরা। কিন্তু ৮০ শতাংশ পক্ককেশীদের পক্ষে নিশ্চয় সম্ভব নয় হাতি শূন্যে ছুঁড়ে লোফা। জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য সেই পুরাতন নেতিবাচক রাজনীতির খেলায় ফিরে এসেছে। মেকি বামপন্থার ভন্ডামির নতুন কৌশল স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের হাতিয়ার করে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতা উদার রাজনীতির সাচ্চা তপস্বী প্রমাণ করা। বামপন্থীদের বোধোদয় দেখে কালী প্রসন্ন সিংহ–এর হুতুম পেঁচার নকশার একটা পংক্তি মনে পড়ে গেল, বারবণিতা হল সতী, তুলসী তলায় দিয়ে বাতি। হিংসাত্মক বিপ্লবতত্ত্ব ভুলে গিয়ে বামপন্থীরা মানবাধিকারের কথা বলছে। একসময় বামপন্থীদের বুলি ছিল ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও। এই মানবিক চেতনা ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার রক্ষা নয়। স্বামী বিবেকানন্দ–শ্রীঅরবিন্দদের মতো মহর্ষির অনুপ্রেরণা নয়। এই মানবিক মূল্যবোধ চটকদারি রাজনীতির উত্তেজনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এলিট ছাত্রদের বিভ্রান্ত করা।

বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সামান্য কোনও ঘটনা ঘটলে তেতেফুড়ে ওঠে। রব তোলে, সারাদেশে অসহিষ্ণুতার রাজনীতি চলছে। সরকারের প্রদত্ত সম্মান ফিরিয়ে দাও। সংখ্যালঘু ভাইরা অত্যাচারিত হবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না।' ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সব ধর্ম বর্ণের সমান অধিকার। এই মূল্যবোধের প্রতি; মিশ্র সংস্কৃতিবান প্রতিটি ব্যক্তির আস্থা বিশ্বাস শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ভাগ হয়ে যাবার পর যারা থেকে গিয়েছে সেই সব হিন্দু সংস্কৃতিভুক্ত মানুষজন যখন অত্যাচারিত হয় তখন আগমার্কা বামপন্থীদের গলার জোর বা সহিষ্ণুতার মূল্যবোধের রাজনীতি কোথায় থাকে?

সহিষ্ণুতা–ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বুদ্ধি বণিতা বৃত্তি ভালো। তথ্য প্রযুক্তি–বৈদ্যুতিন মাধ্যম অথবা সংবাদপত্রের ক্যামেরাম্যানের ছবি হয়ে প্রচার পাওয়া যায়। গোমাংসর স্বাদ নিয়ে নিজেকে উদার মনস্ক ভাবা যায়। কিন্তু কাগুজে বাঘেদের দাঁতে যে কোনও ধার নেই সেটা জনতা জনার্দন ভালোই বোঝে। এই তথ্যটা মেকি বামপন্থার ধূর্ত শেয়ালদের বোধ হয় জানা আছে গত পাঁচ বছরে ১২০০ হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। সরকারি তথ্য হল ২০১১ সাল থেকে ১,৪০০ পাকিস্তানিকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। করাচি, পশ্চিম পাঞ্জাব, বালুচিস্তানের হিন্দুরা চরম অত্যাচারিত লাঞ্ছিত। পাকিস্তানের হিন্দু নাগরিকরা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। সবচেয়ে করুণ অবস্থা হিন্দু মহিলাদের। ভিন্নধর্মী হওয়ায় কাফেরের মেয়েকে ভালো ভাবে ভোগ করো। কোনও অধিকার বা শিক্ষার প্রয়োজন নেই। ওদের দাস করে রাখাটাই পাকিস্তানি পুরুষদের ফতোয়া। কোনও হিন্দু ধর্মীয় উৎসবে ছুটি দেওয়া হয় না। পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু শরনার্থীদের বক্তব্য চরম বৈষম্য ধর্মীয় অপরাধের শিকার তারা। হিন্দু শরনার্থীরা আর পাকিস্তানে ফিরতে রাজি নয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সংগঠনগুলি এব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।

ভারতে তার বিপরীত ছবি। মার্কস–লেনিন–মাও–স্টালিনের উত্তরসুরী অধ্যাপক জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুর ফাঁসির বিরোধিতা করে। তার মৃত্যুবার্ষিকী সম্মানের সাথে পালনে ছাত্রদের মদত দেয়। দেশরক্ষার বীরযোদ্ধা সেনানীদের প্রতিরক্ষাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করে। আন্তর্জাতিক ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এরা চুপ থাকে।

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাত্রদের এই বামপন্থা আদর্শ একটা বর্ম। সিপিআই, সিপিআই নকশাল মদতপুষ্ট এই এলিটরা রোমান্টিক বিপ্লবতত্ত্ব'কে খাড়া করে নিজেদের অপকর্ম–দুষ্কর্মের আড়াল করতে চায়। রোমিত ভেসুলা হত্যাকান্ডে এই বামপন্থীদের কুমিরের কান্না প্রতিবাদী আন্দোলন হয়েছিল। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বৈষম্য তার প্রতিবাদ কে করবে? সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতপাতের বৈষম্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবল। বামপন্থী রাজনীতি থেকে দলিত ছাত্রদের আলাদা করে দেওয়ার জন্য বাপসা নামক দলিত ছাত্র সংবিধান গড়ে উঠেছে। যে সব ছাত্ররা বামপন্থী ছাত্র সংবিধানের সাথে যুক্ত হতে চায় না এমফিল করার বিরোধিতা করা হয়। যারা ভারতীয় সেনাদের 'ধর্ষক' বলে অপমান করে তাদের বিরুদ্ধে আবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যৌন নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনে নাম লেখালে সাত খুন মাফ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে এলিট বামপন্থী ছাত্ররা সন্ধ্যাবেলায় নগ্ন নির্জনতার খেলায় যেমন ব্যস্ত থাকে, একই ভাবে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় নেশা–নগ্নতার ফোয়ারায় ছাত্ররা মশগুল থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের নামে যৌন লাঞ্ছনার মামলা ঝুলছে। আবার বামপন্থী প্রগতিশীল দলের এই সদস্যই চিৎকার করে 'বেহেক বা আজাদি।' এই ভাবাদর্শই বামপন্থার মানবিক ভন্ডামি!

এদেশের বামপন্থীরা বামপন্থা প্রগতির প্রকৃত অর্থ যে উদার সহিষ্ণুতা সেটাই বোঝে না। খেয়ে–পরে, আমোদে–আহ্লাদে বেঁচে থাকার জন্য বামপন্থার মুখোশ পরে। পরভোজী বামপন্থীদের দুই ধরনের ভেক। একদিকে প্রতিবাদী আন্দোলন, অন্যদিকে আপোস অথবা লেজুড়বৃত্তি দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ বামপন্থী শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে এই ভেক ধরার মধ্য দিয়ে।

কলকাতা–যাদবপুর–বর্ধমান–রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে গেলে এক সময় অনিলায়নের কৃপা না পেলে শিক্ষার অচলায়তন তৈরি সম্ভবপর ছিল না। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী অধ্যাপকরা উঠে পড়ে লেগেছে বাম শিক্ষার মগজ ধোলাই–এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে। মানবিকতার মুখোশে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মুখ আমরা কবে চিনবো?।

> সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতপাতের বৈষম্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবল। বামপন্থী রাজনীতি থেকে দলিত ছাত্রদের আলাদা করে দেওয়ার জন্য বাপসা নামক দলিত ছাত্র সংবিধান গড়ে উঠেছে। যে সব ছাত্ররা বামপন্থী ছাত্র সংবিধানের সাথে যুক্ত হতে চায় না এমফিল করার বিরোধিতা করা হয়। যারা ভারতীয় সেনাদের 'ধর্ষক' বলে অপমান করে তাদের বিরুদ্ধে আবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যৌন নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনে নাম লেখালে সাত খুন মাফ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে এলিট বামপন্থী ছাত্ররা সন্ধ্যাবেলায় নগ্ন নির্জনতার খেলায় যেমন ব্যস্ত থাকে, একই ভাবে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় নেশা–নগ্নতার ফোয়ারায় ছাত্ররা মশগুল থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের নামে যৌন লাঞ্ছনার মামলা ঝুলছে। আবার বামপন্থী প্রগতিশীল দলের এই সদস্যই চিৎকার করে 'বেহেক বা আজাদি।' এই ভাবাদর্শই বামপন্থার মানবিক ভন্ডামি!

ছাত্রী শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরে কোচিং সেন্টার চালানোর আড়ালে ছাত্রীদের শারীরিক হেনস্থা ও শ্লীলতাহানি করতো শিক্ষক। বাড়িতে না বলার জন্য হুমকি দেওয়া হতো। কিন্তু সেই বাঁধ ভেঙে গেল ৩ মার্চ বৃহস্পতিবার। ছাত্রীদের বান্ধবীদের কাছ থেকে খবর পায় অভিভাবকরা। এতদিন সুযোগের অপেক্ষোয় ছিল অভিভাবকরা। এদিন প্রমাণ জোগাড় করার পর হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় গৃহশিক্ষক। ঘটনাস্থল সিউড়ির ইন্দিরাপল্লি। গৃহশিক্ষকের নাম তরুণ মুখার্জি (৪৫ বছর)। কোচিং সেন্টার থেকে টেনে বের করে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে রোদের মধ্যে চুলের মুঠি ধরে লাথি, চটিপেটা করে ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক–অভিভাবিকারা। বেধড়ক মারধর করা হয়। উন্মুক্ত জনতার সামনে ওই গৃহশিক্ষককে খুবই অসহায় দেখাচ্ছিল। পরেসিউড়ি থানার পুলিশ গিয়ে গৃহশিক্ষককে উদ্ধার করে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত গৃহশিক্ষক তরুণ মুখার্জি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''আমি রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। ৪৫ বছর বয়সে আমি কী এইসব করতে পারি? অন্য কোচিং সেন্টারের শিক্ষকরা আমাকে ফাঁসিয়েছে।'' তবে এই রটনা ফের প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিলো সদর শহর সিউড়িকে। গত ২২ জুন জনা ২০ যুবক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের সামনে মারধর করে লাঙ্গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়কে বিদ্যালয়ের মধ্যে। নিজের বাড়িতে ছাত্রীকে ধর্ষণ এবং ল্যাপটপে তা ছড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেলিং–র অভিযোগে ২০১৪ সালের ২১ নভেম্বর সিউড়ির একটি বেসরকারি ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাধবেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরিচয়পত্র পান্ডাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটক, ভক্তদের আগমন ঘটে তারাপীঠে। অবাঞ্ছিত, উটকো লোকের ভিড় আটকাতে এবার পান্ডাদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। দূর–দূরান্ত থেকে এসে দর্শনার্থী, পর্যটকরা যাতে সুনির্দিষ্ট সময়ে শৃঙ্খলা মেনে মা তারার দর্শন পান তারজন্য এই নিয়ম বলে জানা গিয়েছে। নিয়ম মেনে পুজো, ভোগ নিবেদন থেকে সন্ধ্যারতি, মায়ের মূল মন্দিরের গেট খোলা, বন্ধ করা এবং ভোরবেলায় মায়ের স্নানের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তারা মায়ের মন্দিরে মা তারার মূল সেবাইতদের সাহায্যকারী পান্ডাদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে পুজোর কাজ করতে হবে। রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, মূল সেবাইতের কাছে কাজ স্বাক্ষর করা আবেদনপত্র মন্দির কমিটির কাছে জমা দিতে হবে। ছড়িদারদের হাল্কা গোলাপি জামা চিহ্নিত পোশাক। তারাপীঠ মন্দিরে প্রায় তিনশোর থেকে বেশি মূল সেবাইত আছে। তারাপীঠ ঘুড়তে আসা দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্যই করা হচ্ছে বলে সংবাদমাধ্যমকে জানান তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের (টিআরডিএ) সহকারি সভাপতি সুকুমার মুখোপাধ্যায়।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ঘোষগ্রামে মা লক্ষ্মী মন্দিরের নতুন সংস্কার কাজের শিলান্যাস করেন মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে পান্ডাদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন জেলার বাসিন্দারা।

ভোট প্রচারে জমজমাট তারাপীঠ ও পাথরচাপুড়ি

অভীক মিত্র : ২০১৬ ভোটের বিভিন্ন দলের প্রার্থীর আগমনে অন্য মাত্রা পেয়েছে তারাপীঠ, পাথরচাপুড়ি ও বক্রেশ্বরের মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলি। ৫ মার্চ তারাপীঠে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ১৪ মার্চ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে এসে তারাপীঠে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। ১৫ মার্চ তারাপীঠে পুজো দিয়ে প্রচার করেন পূর্বস্থলী (উত্তর) কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তপন চট্টোপাধ্যায়। ১৭ মার্চ ভোরে মন্দিরে এসে তারাপীঠে যজ্ঞ করেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বক্রেশ্বরে শিবমন্দির ও সতীপীঠে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন সিউড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮ মার্চ পাথরচুপড়ি মাজারে চাদর চাপান সিড়ড়ি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়। ১৪ মার্চ পাথরচাপুড়ি দাতাবাবার মাজারে চাদর চাপান তৃণমূল বীরভূমের পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম। ৭ মার্চ ময়ূরেশ্বর শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার করেন তৃণমূল প্রার্থী অভিজিত রায়। ৫ মার্চ সিউড়ি রক্ষাকালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন তৃণমূল প্রার্থ ডাঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়। ১৮ মার্চ রামপুরহাট বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মন্ডল এবং সিউড়ির বিজেপি প্রার্থী জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার চালান।

যানজটে 'স্তব্ধ' জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: জোরকদমে চলছে জাতীয় সড়ক মেরামতির কাজ। এর ফলে যানজটে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ৬০ নং জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়কে যানজট ছিল তীব্র। বাস, ডাম্পার, সরকারি বাস চিনপাই দিয়ে যায়। ১১ মার্চ ৬০ নং জাতীয় সড়কে ছিল প্রচণ্ড যানজট সিউড়ি থেকে দুবরাজপুর পর্যন্ত। বন্ধ ছিল বাস চলাচল। অনেক বাস চিনপাইয়ের ভেতর দিয়ে গিয়ে পাতাডাঙা হয়ে সিউড়ি পৌঁছায়। ১২ মার্চ সিউড়ি থেকে পানুড়িয়া, জামবুনি থেকে বাঁধের শোল পর্যন্ত প্রচণ্ড যানজট থাকায় অনেক বাস চিনপাই হয়ে পাতাডাঙা, কড়িধ্যা দিয়ে সিউড়ি পৌঁছায়।

গরমের শুরুতেই জলাভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরমের শুরুতেই বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে ঘটে গিয়েছে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড। খলনায়ক জলের সমস্যা। ১১ মার্চ বিকালে আদিবাসী কালিপাহাড়ী গ্রামে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল দুটি বসতি বাড়ি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুকুরে জল এবং গ্রামে জলের সমস্যা না থাকলে এতোটা ক্ষতি হতো না। ১২ মার্চ ঘটঙ্গা গ্রামে আগুনে পুড়ে যায় একটি বাড়ি। ৭ মার্চ শিবগ্রামে আগুনে কার্তিক নন্দীর বসতবাড়ি সহ গৃহস্থালীর সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ৬ মার্চ রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিট নাগাত লাভপুরের শেখ রুস্তমের বাড়িতে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল চারটি গবাদি পশুর। পুড়ে গিয়েছে গৃহস্থালির সামগ্রীসহ বসতবাড়ি। ২৯ ফেব্রুয়ারি জলের সঙ্কটে বিক্ষোভ দেখায় কুপুড়ি গ্রামের বাগ্দিপাড়া। ৪ মার্চ পুড়ে ক্ষতি হয়েছে বহু টাকার জিনিস ষাটপলশা পঞ্চায়েত অফিসে।

বিয়ে রুখল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গাংড়া ও চৌহাটা : আদিবাসী নাবালিকা বিয়ে রুখল বীরভূম জেলা প্রশাসন। ২ মার্চ মিত্রদাসপুর গ্রামের নাবালিকার সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল চৌহাটার যুবকের গত ১৩ মার্চ। দু বছর আগে পড়াশুনা ছেড়ে দেয় নাবালিকা। চাইল্ড লাইন খবর পাওয়ার পর সাঁইথিয়া ব্লকের বিডিও, সাংড়া পঞ্চায়েতের প্রধান নাবালিকার বাড়ি গিয়ে বিয়ে বন্ধ করেন।

ত্রিমুখী লড়াই, কংগ্রেসের প্রার্থীর সমর্থনে বামফ্রন্ট

বিশ্বজিৎ পাল

মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম (৩পঃ) বিধানসভা কেন্দ্রের হসপিটাল মোড় থেকে প্রায় ৫ কিমি পথ প্রার্থী অর্ণব রায়ের সমর্থনে পদযাত্রায় পা মেলালেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক তথা যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএমের প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী, রাজ্য কংগ্রেসের নেতা ওমপ্রকাশ মিশ্র, আরএসপি জেলা সম্পাদক চন্দ্রশেখর দেবনাথ প্রমুখ নেতৃত্ব। এ বছরের নির্বাচনে ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী শ্যামল মণ্ডল, বিজেপির মনোজিৎ মণ্ডল, এসইউসিআই–ররামপ্রসাদমিস্ত্রী, বামফ্রন্ট–কংগ্রেসের জোট প্রার্থী অর্ণব রায়। এই কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। ১০ গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে এই বিধানসভা কেন্দ্রটি গঠিত। ১০টির মধ্যে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। ১টি মাত্র পঞ্চায়েত কংগ্রেসের দখলে। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী শ্যামল মণ্ডল ১৯,৮১৪ ভোটে জয়ী হয়েছিল সিপিএমকে হারিয়ে। এমনকি ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূল ৩৯,৮৬২ টি ভোটে লিড দিয়েছিল। পদযাত্রা ঘুরল ক্যানিং হসপিটাল মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে ক্যানিং বাজার, গোলকুচি পাড়া, মিঠাখালি, ঘুষকাটি, হেলিকপ্টার মোড় দিয়ে চলে মিছিল। সুজন চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যের মানুষ তৃণমূলের ঘুষঘোর, লুটেরা সরকারকে রাজ্য থেকে তাড়ানোর জন্য আকুপাকু করছে। সেই বার্তাকে পৌঁছে দিতে

পেরেছি। মানুষ উৎসাহিত, মানুষ শপথ নিচ্ছে। এই সরকার রাজ্যের সর্বনাশ করছে। আজকের মিছিল তার প্রতীক। তিনি নারদ নিউজ ডট কম বিষয়ে বলেন সাংসদের যারা মাথা, তৃণমূলের যারা সবচেয়ে বড় নেতা–নেত্রী তারা ধরা পড়বে। সারদা খেয়েছে, নারদে খেয়েছে, গারদে যাবে। রাজ্য কংগ্রেসের নেতা ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের এই জোটের প্রার্থীদের সমর্থনে যে মহামিছিল, এটা রাজ্যে নতুন পরিবর্তন, যে সদর্থক ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা বলছে। তিনি নারদ কান্ড বিষয়ে বলেন কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চুপ করে আছেন, কেন নরেন্দ্র মোদি চুপ করে আছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিলম্বে পদত্যাগ চাইছি।

এম আর ডিলারদের রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭–৮ মার্চ ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের ১৫ তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়ির ড্রিমল্যান্ড হোটেলের কনফারেন্স হলে। ৭ মার্চ জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। সংগঠনের সভাপতি জগন্নাথ কোলে, সম্মেলনের সভাপতি খাইরুল আলম মহাশয় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। আগত প্রতিনিধিগণ সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে নির্বাচিত রাজ্য কমিটির সদস্য অমল দত্ত মহাশয় ডিলার্সদের দাবির স্বপক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সদস্যরা সমর্থন করেন। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত চলে প্রথম দিনের সম্মেলন। ৮ মার্চ দ্বিতীয় দিনের সম্মেলন শুরু হয়। রাজ্য নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন ও ডিলার্সদের দাবি সনদের খসড়া পেশ হয়। এবং প্রতিনিধিদের সমর্থনে তা পাশ হয়। নতুন রাজ্য কমিটিতে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন জগন্নাথ কোলে ও খাইরুল আলম মহাশয়। ২১ জনের কর্ম সমিতি গঠিত হয়। ৬ জন সহ সভাপতির তালিকায় স্থান হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাসান উল্লা লস্কর মহাশয়ের। বিকাল ৩টেয় জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে ১৫তম রাজ্য সম্মেলন শেষ হয়।

সম্মেলনে গৃহীত দাবি সনদ

(১) সংগ্রহ মূল্য অনুসারে রেশন ডিলার্সদের ১০ শতাংশ কমিশন নির্ধারণ করতে হবে। (২) কমিশন ছাড়াও ডিলার্স ও তার কর্মচারীদের সংসার নির্বাহের জন্য মাসিক ২০,০০০ টাকা সাম্মানিক ভাতা চালু করতে হবে। (৩) সরকারি ভাবে সমস্ত রেশন ডিলার্সদের গ্রুপ ইন্সিওরেন্স চালু করতে হবে। (৪) কেন্দ্রীয় সরকারের জিও অনুসারে প্রতি কুইন্টাল ৮৭ টাকা কমিশন চালু করতে হবে। (৫) চাল, গমের মতো চিনিতেও একই হারে কমিশন নির্ধারণ করতে হবে। (৬) সরকারিভাবে সমস্ত খাতাপত্রও ক্যাশ মেমো ডিলার্সদের সরবরাহে করতে হবে।

(৭) নামি কোম্পানির নন পিডিএস আইটেম বাজার মূল্যের কমে রেশনে সরবরাহ করতে হবে। (৮) প্রশাসনিকভাবে প্রকৃত ডোর স্টেপ ডেলিভারির আদেশ কার্যকর করতে হবে। (৯) হ্যান্ডেলিং লস হিসেবে প্রতি কুইন্টাল ১ কেজি অতিরিক্ত শস্য সামগ্রী প্রদান করতে হবে। (১০) কেরোসিন তেল বন্টনে শহর ও গ্রামের বৈষম্য দূর করে একই হারে সরবরাহ করতে হবে।

তোলাবাজরা তৃণমূল নয়, দাবি আক্রান্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ থেকে ৬টা মিষ্টির দোকান। বহু বছর ধরে মিষ্টির কারবারি। তার ওপরে কিছুদিন হল প্রোমটারি ব্যবসাতেও হাত পাকিয়েছে সুতরাং বিশ্বনাথ মণ্ডলের প্রচুর টাকা। কেবলমাত্র এই সন্দেহতেই সোমবার রাত সাড়ে নটার সময় বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরবার সময়ে বালি বারো নম্বর পোলের কাছে তৃণমূলের কিছু ব্যক্তি বিশ্বনাথ মণ্ডলের পথ আটকায়, এবং ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। কিন্তু বিশ্বনাথ মণ্ডল তা দিতে অস্বীকার করায় তৃণমূলের মুন্না, রমেশ, তরফা সহ বেশ কিছু দলবলের লোকজন তাকে রাস্তায় ফেলে মারধর করে বলে অভিযোগ। বাবা আক্রান্ত হয়েছেন শুনে ছেলে তার প্রতিবাদ করতে গেলে তাকেও ধরে মারধর করে বলে জানা যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা মন্ডলবাবু এবং তার ছেলেকে বেলুড় জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।চারদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পরে বিশ্বনাথবাবু ছাড়া পান। পুলিশে অভিযোগ করেছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে বিশ্বনাথ বলেন না পুলিশে অভিযোগ করিনি। আর অভিযোগ করে কি হবে? পুলিশের মদতেই তো এই সব হচ্ছে । এত কিছুর পরেও বিশ্বনাথবাবু কিন্তু তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ, তিনি বলেন দল কখনও কাউকে তোলাবাজি করতে বলে না। তাই যারা তোলাবাজি করেন তারা কখনই তৃণমূলের সমর্থক হতে পারে না। বরং আমরাই প্রকৃত তৃণমূল সমর্থক। আমরা সৎ ভাবে স্বচ্ছ ভাবে ব্যবসা করে তবেই তৃণমূল করি। কখনও তোলাবাজি করে রাজনীতি করি না।

বুথভিত্তিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৬ মার্চ বরানগর ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এক বুথভিত্তিক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আয়োজন করা হয় রাজদীপ হলের সেমিনার রুমে বিকেল সাড়ে চারটের সময়। রাজনৈতিক বুথ কর্মীদের উজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলনের ডাক দেওয়া হয়। সম্মেলনে হাজির ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি পরিতোষ চক্রবর্তী, বরানগর মন্ডলের সভাপতি সুজিত মিত্র সহ আরও অনেকে। ভোটের দিন কর্মীদের আচার আচরণ কি হবে তার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। কোনও অবস্থাতেই প্ররোচনায় পা না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া সম্মেলনে উপস্থিত নেতাদের পক্ষ থেকে। বরানগরের বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাটে, অলিগলিতে রাজনৈতিক প্রচার যেভাবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে সেখানে বিরোধী শিবির সিপিএম, বিজেপি ,কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অগ্রণী ভূমিকা কিন্তু সেভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। প্রচার না করবার কারণ কি জিজ্ঞেস করলে বরানগরের বেশ কয়েকজন বাসিন্দা বলেন সমর্থক কোথায় যে প্রচার করবে?

ডোমজুড়ে ভঙ্গুর বামেরা, ভরসা নির্দলে

বাপিলাল দে : একসময় হাওড়ার ডোমজুড় ভিয়েতনাম বলে এক ডাকে চেনা যেত। এখন রাজ্যপাট খুইয়ে সেখানে করুণ দশা সিপিএম–এর। প্রার্থী পদে দাঁড় করবার শেষ সম্বল টুকু হারিয়ে ফেলেছেন কমরেডরা যা এলাকায় ঘুরেই টের পাওয়া গেল । এলাকার সমস্ত অলিগলি তৃণমূলের কব্জায় থাকলেও তারমধ্যেই সিপিএম যেসব জায়গায় অল্পবিস্তর দেওয়াল পেয়েছে সেখানে কোনও রকমে চুনরং করে দায়িত্ব সেরেছে। এতো গেল কেবল মাত্র চুন রং করার বিষয়। এর উপর দিয়ে এর থেকে ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থা হল পর পর তিনবার হাওড়ার এই ডোমজুর বিধানসভার একাধিপত্য ছিল সিপিএম–এর হাতে। কিন্তু ২০১৬–র বিধানসভা ভোটে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের কাছে কর্পূরের মতো উবে যায় সিপিএম। তাই এবারে যে সিপিএম কপালে শিকে ছিড়বে না তা কার্যত বুঝে গিয়েছিলেন পোড় খাওয়া নেতারা। তাই সিপিএম কংগ্রেস হাত ধরাধরি করে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ানো প্রতিমা দত্তকেই সমর্থন করে বসলেন সরাসরি নিজেরা না দাঁড়িয়ে। গত রবিবার এক সভামঞ্চে রাজীববাবু বলেন এই বিধানসভায় টানা তিনবার অর্থাৎ ১৫ বছর সিপিএম–এর হয়ে জিতে দাদাগিরি করে গিয়েছিলেন পদ্মনিধি ধর। তিনি এই এলাকার বাসিন্দাদের জন্যে কি করেছেন তার প্রশ্নও তোলেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন একসময় হাওড়ার ডোমজুর বিধানসভাকে ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা করা হতো। এখন এই এলাকায় সিপিএম–এর কি হাল! ভাবতেও লজ্জা করে আমাদের। এই এলাকায় প্রার্থী দাঁড় করানোর মতো উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না সিপিএম নেতৃত্ব, এর থেকে লজ্জা আর কি থাকতে পারে। উল্লেখ ডোমজুর বিধানসভা কেন্দ্রে ২০১৬ তে নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছেন অতীতের জলা জমি ভরাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মৃত তপন দত্তের স্ত্রী প্রতিমা দত্ত। একসময় এই তপন দত্তই ছিলেন এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা। যিনি জলাজমি ভরাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে অপরাধীদের গুলির নিশানা হয়ে বালি লেবেল ক্রসিংয়ের কাছে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

সেই সময় এই ঘটনায় এলাকায় তুমুল হইচই পড়ে গিয়েছিল এবং কয়েকজন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছিল এই পর্যন্ত। এর বেশি তৃণমূল সরকারের কাছ থেকে খুব একটা সুরাহা পাননি মৃত তপন দত্তের স্ত্রী প্রতিমা দত্ত বলে এলাকায় গুঞ্জন ওঠে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকেই। এবং সেই ক্ষোভ অপমানেই তিনি শেষ পর্যন্ত নির্দল হয়ে সিপিএম–কংগ্রেসের জোটে হাত মেলান বলেই ধারণা করা হচ্ছে। অন্য দিকে বরানগর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আরএসপি–র প্রার্থী হয়ে ভোটের আসরে সুকুমার ঘোষ। দল হিসাবে আরএসপি–র নাম না লিখে সিপিএমকে ভোট দিন লেখায় কার্যত আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা সিপিএম–এর পক্ষ থেকেই যা এলাকা থেকেই বোঝা গেল। যেভাবে সিপিএম পোস্টার ব্যানারে বরানগরের অলিগলি ভরিয়ে ফেলেছে সেই তুলনায় সিপিএম বহু যোজন দূরে বলা যায় একপ্রকার জোর গলায়। বরানগরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দু–তিনজন সিপিএম কর্মীকে এইবারের ভোটে সিপিএম আশানুরূপ ফল করবে কিনা জিজ্ঞেস করলে তারা ১০০ শতাংশ আশাবাদী বলে জানান। তাহলে দেওয়াল, ব্যানার, পোস্টার কেন লাগানো হয় নি জিজ্ঞেস করলে তারা উল্টে বলেন সিপিএম–এর আমলে কি বিরোধী দল জায়গা পেয়েছিল দেওয়ালে রঙ তুলির কাজ করতে? আমাদের ক্ষেত্রেও তাই (সিপিএম) বলে জানান প্রশ্নের উত্তরে।

অসন্তোষ শাসক দলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার বালি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল–এর রাজনৈতিক সমাবেশে রীতিমতো হাতাহাতির ঘটনা ঘটায় এলাকার বিরোধী দলগুলি সত্যিকারের বিরোধিতার রসদ পেয়েছে হাতে। এখন মাঠে ময়দানে চিৎকার করে প্রচার করার ঢঙে বলতে শুরু করেছেন এরা নিজেদের ঘর সামলাতে পারে না। আর এরা কিনা বাংলাকে সাজানোর স্বপ্ন দেখছেন। এই বাংলা সাজানো একপ্রকার কুমীরের কান্না হয়ে ফিরে না আসে বলে কৌতুক করতেও ছাড়েননি সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপির মতো বিরোধী দলগুলি। সম্প্রতি বালির এক কর্মিসভায় কর্মীদের চাঙ্গা করার জন্যে হাজির হয়েছিলেন হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়, ডোমজুরের বিধায়ক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বালি বিধানসভা কেন্দ্রের টিএমসি প্রার্থী বৈশালী ডালমিয়া সহ আরও অনেকে। সভা চলাকালীন তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে হঠাৎ শুরু হয় বচসা। এমন কি একসময় রাজীববাবু ক্ষিপ্ত হয়ে হাতে মাইক নিয়ে কর্মীদের সংযত হওয়ার নির্দেশ দেন। অরূপ রায় এবং বৈশালী ডালমিয়াও কর্মীদের চুপ করবার আবেদন জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একসময় এলাকার বয়স্ক টিএমসি কর্মীরা রাগ করে সম্মেলন ছেড়ে বেরিয়ে যান। প্রায় ফাঁকা সভায় একা পড়ে যান হাওড়ার ডাকসাইটে তৃণমূল নেতা অরূপ রায়।

ধনিয়াখালিতে মৎস্য মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে হুগলি জেলার ধনিয়াখালির বিডিও অফিস ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রাঙ্গনে ধনিয়াখালি ব্লক মৎস্য মেলা আয়োজিত হয়। এই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মৎস্য মৎস্য চাষ জলজ সম্পদ ও মৎস্য বন্দর দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। এছাড়া, অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলির সাংসদ রত্না দে নাগ, আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র ও হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি জনাব আলহাজ শেখ মেহবুব রহমান প্রমুখ। জেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা যায়, তিনদিনব্যাপী এই মৎস্য মেলায় মৎস্য দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ প্রায় ২০টি ষ্টল ছিল। মেলায় আয়োজিত একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক গদাধর দাস। ভোজন রসিকদের জন্য মাছের তৈরি রকমারি সুস্বাদু পদ যেমন ফিস বল, ফিস কাটলেট ইত্যাদি ও মছের আঁশ থেকে তৈরি কানের দুল, অলংকার, কথা বলা পুতুল ইত্যাদি ছিল এই মেলার মূখ্য আকর্ষণ।

জরি শিল্পে নজর কাড়ছে হুগলির শিয়াখালা

রিম্পি ঘোষ: ঐতিহ্য আর নিজস্বতার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে বাংলার কুটির শিল্প। রাজ্যের বাইরেও তার কদরের শেষ নেই। হরেক সিল্ক , দক্ষিণী শাড়ী আর হাল ফ্যাশনের কুর্তি, লেগিংস ও প্যালাজো প্যান্টের চাপে পড়েও বাংলার এই কুটির শিল্প তার বাজার ধরে রাখতে পেরেছে। এতদিন বাংলার কুটির শিল্প বলতে শুধু বাংলার তাঁতকেই বোঝানো হত। কিন্তু বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জরি শিল্প। এখন চাহিদা ও জনপ্রিয়তায় বাংলার জরি শিল্পও পিছিয়ে নেই। বাংলার তাঁত শিল্পের আঁতুরঘর হল হুগলি জেলার ধনিয়াখালি, বেগমপুর। অনুরূপভাবে হুগলি জেলার জরি শিল্পের আঁতুরঘর হল শিয়াখালা অঞ্চল। হুগলি জেলার নালিকূল ষ্টেশন থেকে কিছু দূরে অটো পথে অথবা ট্রেনপথে ডানকুনি গিয়ে বাসে শিয়াখালার সনধিপুর সোবোয়ারা অঞ্চল। এই শিয়াখালা অঞ্চল জরি শিল্পের জন্য বিখ্যাত। চন্ডীতলা–১ পঞ্চায়েতের অধীনে এই এলাকটি। শিয়াখালা এলাকায় প্রায় ষোলটা বুথে এই জরির কাজ হয়। এই অঞ্চলে মূলতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস। এই অঞ্চলে মূলত মেয়েরা এই জরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। জরির কাজ শিখে এই অঞ্চলের মেয়েরা এই জরির কাজ করে আর্থিক সংস্থান করে থাকে। প্রধানত গ্রামের মহিলারা সাংসারিক কাজকর্মের পাশাপাশি এই জরির কাজ করে থাকে। এই সকল স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে যাদের স্বামী ভিন রাজ্যে কাজ করে, আবার অনেকের স্বামী বহুদিন আগেই মারা গেছেন, কারও আবার স্বামী আছে কিন্তু কোন যোগাযোগ নেই। এইরকমই এক জরি শিল্পী কারিমা বেগম জানান, এই কাজের সঙ্গে তিনি প্রায় আঠারো – বিশ বছর ধরে যুক্ত। অন্যের দেখাদেখি এই জরির কাজ করে আর্থিক সংস্থান করে থাকেন। গোটা অঞ্চল জুড়ে যত জরির কাজ করা হয় সবই অর্ডারি।

এখানে জরির কাজ করা চুড়িদার পিস, শাড়ী বিক্রি হয়। চুড়িদার, শাড়ি, সুতো, জরি, পাথর, আঠা ইত্যাদি উপকরণ সবই মহাজন এসে দিয়ে যায়। তার ওপর অসাধারন, চোখ ধাঁধানো জরির কাজ। এই সকল জরির কাজ করা শাড়ী, সালোয়ার সব ধিনরাজ্যে চলে যায়। গ্রামের মহিলারা গৃহস্থালির সব কাজ কর্ম করার ফাঁকে ফাঁকে এই জরির কাজ করে থাকেন। পোষাক পিছু মহিলাদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হয় প্রায় ২০০ টাকা করে। এই জরির কাজ করে মাসে প্রায় ৩,০০০ টাকা করে আয় করেন কারিমা বিবি। কারিমা বিবির স্বামী ভিনরাজ্যে দেরাদুনে কাজ করেন। এক মেয়ে স্কুলে পড়ে। ঘরের কাজ করার পাশাপাশি এই জরির কাজ করে যে টাকা আয় হয় সেটা তাঁর বাড়তি আয়।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনও জরুরি প্রয়োজনে এই আয়ের টাকা তাঁর একটি অতিরিক্ত অবলম্বন হিসাবে কাজ করে। সম্প্রতি কারিমা বিবি এই শিল্প কার্ডের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে প্রায় ১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন যার জন্য প্রতিমাসে প্রায় ৩২০ টাকা করে সুদ দিতে হয়। এই ঋণ শোধ করার সময়সীমা প্রায় তিন বছর। ওই অঞ্চলেরই আরেক মহিলা ফিরোজা বেগম, গোলাহার বেগম, সেগিরা বেগম এঁদের স্বামী নেই, মোজাইনারা বেগমের স্বামী থাকলেও তার সাথে কোন যোগাযোগ নেই। এঁরা প্রত্যেকেই এই জরির কাজ করে আজ স্বনির্ভর। কারিমা বিবি জানান, মশাট ব্লক উন্নন আধিকারিক দপ্তর থেকে এই সকল মহিলাদের জরির শিল্পকার্ড দেওয়া হয়েছে।

প্রচারে এগিয়ে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই বিধানসভা ভোট। নিশ্চিন্দা থানার চিত্তরঞ্জন নিশ্চিন্দা ঘোষপাড়া, নিশ্চিন্দা শিল্পশ্রী প্রভৃতি এলাকাগুলিতে অলিতে গলিতে রাস্তাঘাটের দেওয়ালে ব্যঙ্গচিত্র, রসাল ছড়ার গুতোয় কাত বিরোধীদলগুলি। যেমন কোথাও ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে সিপিএম, জাতীয় কংগ্রেস, বিজেপি দলগুলিকে ডুবন্ত নৌকোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, পিছনে ধেয়ে আসছে সামুদ্রিক হিংস্র মাছ গিলে খাবার জন্যে। আবার কোথাও ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে এঁকে দেখানো হয়েছে সিপিএম হলো দুমুখো সাপ, হাতুড়িকে কুন্ডলি পাকিয়ে দুমুখো একটি সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বর্তমান বামপন্থী দলগুলিকে সাপের একটি মুখকে তুলনা করা হয়েছে কেরলের সঙ্গে এবং অপর মুখটিকে তুলনা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। আবার কোথাও তৃণমূলের সিম্বলটিকে নিজে পুড়ে গিয়েও অপরকে আলোকিত করা প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের জীবন বিপন্ন করে আটপৌঢ়ে জীবন যাপন করেও রাজ্যের সুখ দুঃখ নিয়ে চিন্তিত এটাই বোঝাতে চেয়েছেন তৃণমূলের কর্মীরা। আবার কোথাও কৌতুক করে লেখা হয়েছে ''এগারোর পরে ষোলো, নতুন সকাল এল।'' ইত্যাদি ইত্যাদি ছড়া সংলাপে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে বালি বরানগর এলাকাগুলিতে। সেই তুলনায় বাম বিজেপি কংগ্রেস–এর প্রচার প্রক্রিয়া কোথাও কোথাও সিপিএম দেওয়ালে সাদা চুনরং করে দায়িত্ব সেরেছে বলা যায় মাত্র। এমনকি সিপিএম, বিজেপি কংগ্রেসের হয়ে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেটাও লেখা হয় নি কোথাও কোথাও।

সীমানা ছাড়িয়ে

লাভা–লোলেগাঁও

আমাদের সকলকেই পাহাড়ের গভীর নির্জনতা আর এলোমেলো মেঘের আনাগোনা মুগ্ধ করে। তাই এই প্রকৃতির আকর্ষণে পর্যটকরা বারে বারে ছুটে আসে লাভা আর লোলেগাঁও–এ। এখানে যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় তাই এই নিয়ে লিখছে **সুমন্ত ভৌমিক**

কীভাবে যাবেন

শিয়ালদহ, হাওড়া, কলকাতা স্টেশন থেকে নিচে দেওয়া যে কোন ট্রেন ধরে পৌঁছাতে হবে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন।

এছাড়া বাসে করেও শিলিগুড়ি পৌঁছাতে পারেন।

ধর্মতলার দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ড থেকে সিএসটিসি ও এনবিএসটিসি সহ ভলভো এবং একাধিক এসি–নন এসি বেসরকারি বাসও ছাড়ে। সন্ধ্যায় ছেড়ে পরদিন সকালে শিলিগুড়ি পৌঁছায়। ভাড়া মোটামুটি – নন এসি ৫০০–৬০০ টাকা ও এসি ১২০০–১৪০০ টাকা।

ট্রেন নং	ট্রেন এর নাম	ছাড়ে	ছাড়ার সময়	পৌঁছানোর সময়
১৩১৪১	তিস্তা– তোর্সা এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ	১৩–৪০ মিনিট	০২–৪০ মিনিট
১৫৬৫৭	কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ	০৬–৩৫ মিনিট	১৮–১৫ মিনিট
১৩১৪৭	উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ	১৯–৩৫ মিনিট	০৭–০০ মিনিট
১৩১৪৯	কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ	২০–৩০ মিনিট	০৭–৩০ মিনিট
১২৩৪৩	দার্জিলিং মেল	শিয়ালদহ	২২–০৫ মিনিট	০৮–০০ মিনিট
১২৩৪৫	সরাইঘাট এক্সপ্রেস	হাওড়া	১৫–৫০ মিনিট	০১–৪০ মিনিট
১৫৯৫৯	কামরূপ এক্সপ্রেস	হাওড়া	১৭–৩৫ মিনিট	০৬–১৫ মিনিট
১২০৪১	শতাব্দী এক্সপ্রেস	হাওড়া	১৪–১৫ মিনিট	২২–৪০ মিনিট
১২৫১৭	গরিব রথ এক্সপ্রেস	কলকাতা	২১–৪০ মিনিট	০৭–৪৫ মিনিট
১২৩৭৭	পদাতিক এক্সপ্রেস	কলকাতা	২২–৫৫ মিনিট	০৯–০৫ মিনিট
১২৩৬৩	কলকাতা–হলদিবাড়ি এক্সপ্রেস	কলকাতা	০৯–০৫ মিনিট	১৮–৫০ মিনিট

লাভা

লাভাতে সারাক্ষণ মেঘ রোদ্দুর এর প্রাকৃতিক খেলে। আর চারপাশে তৈরি হয়েছে পাইনের ছায়াঘেরা পথ। গভীর নির্জনতা আর এলোমেলো মেঘের আনাগোনা মুগ্ধ করবে আপনাকে। সাথে রয়েছে মনাস্ট্রি।

কীভাবে যাবেন

শিলিগুড়ি পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড থেকে লাভাগামী বাস ছাড়ে বেলা ১২ টা নাগাদ আর তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড থেকে লাভাগামী বাস ছাড়ে ৩–৩০ মিনিট নাগাদ। তবে বাস এর ভরসায় না থেকে গাড়ি ভাড়া করে নেয়া উচিত। যেতে সময় লাগে প্রায় ৪–৫ ঘন্টা। আর নিউ জলপাইগুড়ি থেকেও গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছে যান লাভা।

কোথায় থাকবেন

(১) হোটেল অর্কিড (৯৯৩২৪৮৭২৫৭) – ডাবল বেড ভাড়া ৯০০–১২০০ টাকা। (২) পি পি লজ (৯৮৩৬০২২৩৪৪) – ডাবল বেড ভাড়া ১১০০–১২০০ টাকা। (৩) টিউলিপ ইন (৯৮৩১০৪৬০০৩) – ডাবল বেড ভাড়া ৮০০–১২০০ টাকা। (৪) হোটেল টিবেট (৯৪৩৩০১৩৭০৭) –ডাবল বেড ভাড়া ১১০০–১৪০০ টাকা। (৫) চয়েস গেস্ট হাউস (০৩৫৫২–২৮২২৯২) – ডাবল বেড ভাড়া ১০০০–১২০০ টাকা। (৬) ইয়াক্কি রিসর্ট (০৩৫৫২–২৮২৩৪৫/২৩৪) – ডাবল বেড ভাড়া ১০০০–২০০০ টাকা। লাভাতে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের বিভিন্ন কটেজ আছে যার ভাড়া ৮০০–১২০০ টাকা। এছাড়া হিল কাউন্সিলের ট্যুরিস্ট কটেজের ডাবল বেড ভাড়া ১১০০–১২০০ টাকা।

কী দেখবেন

লাভার প্রধান আকর্ষণ নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক। বন দপ্তরের অফিস থেকে অনুমতি নিতে হয় জঙ্গলে প্রবেশ এর জন্য। এর মধ্যে আপনার সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে– ভল্লুক, রেড পণ্ডা, লেপার্ড সহ নানা ধরনের রকমারি পাখির। নেওড়াভ্যালি জঙ্গলের ওপর কোলাখাম বলে একটি গ্রাম রয়েছে। যা অতি শান্ত, নির্জন আর অতি সুন্দর প্রকৃতির। এখানে থাকার জন্য একটি অসাধারণ কাঠের বাংলো রয়েছে। যা হল– নেওড়াভ্যালি ইকো হাটস (৯৪৩২৬৪৭৭৪০, ৯৮৩১২২৩০৮৫) এখানে বিভিন্ন রকম কটেজে দুজনের প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট সহ খরচ পরবে ১৭০০–২৭০০ টাকা। লাঞ্চ ও ডিনারের খরচ আলাদা। কোলাখাম থেকে ৫ কিমি দূরে ছাঙ্গে ফলস। বনের মধ্যে এই ঝর্ণা আলাদা রকমের এক অনুভূতি এনে দেয়। এখানেও থাকার জন্য রয়েছে ছাঙ্গে ফলস্ রিসর্ট (৯৪৩২২৩৬৮২৪) – ডাবল বেড ভাড়া প্রায় ১২০০ টাকা। কলাখামে বর্তমানে ইকো ট্যুরিজম গড়ে উঠেছে। রয়েছে পাইন, ওক, ধুপি, ফার গাছ চারিদিকে। আর সেই সাথে নানা পাখির মেলা। সন্ধ্যা হতেই গভীর নীরবতা তার মধ্যে ঝিঁঝির ডাক।

লোলেগাঁও

সবুজ অরণ্যে অবিরাম হাওয়ার দাপাদাপি আর অন্য দিকে ধ্যানমগ্ন নীরব কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই প্রকৃতির আকর্ষণে পর্যটকরা বারে বারে ছুটে আসে এই লোলেগাঁও–এ।

কীভাবে যাবেন

কালিম্পিং থেকে সকাল ৭টা, সাড়ে ৭টার মধ্যে লোলেগাঁও এর বাস ছাড়ে যা লাভা হয়ে যায়। তবে গাড়ি ভাড়া করে নেওয়াই ভালো। লাভা থেকে লোলেগাঁও গাড়িতে যাতায়াতের খরচ প্রায় ২০০০ টাকা।

কোথায় থাকবেন

(১) ড্রিম ভ্যালি (৯৯০৩১১১০০০) – ডাবল বেড ভাড়া ১২০০–১৫০০ টাকা। (২) হোটেল সানরাইজ (৯৫৯৩৬৮৫৬০৭) – ডাবল বেড ভাড়া ১২০০–১৪০০ টাকা। (৩) রিসর্ট ট্রি ফার্ন (৯৪৩৪৪৬৭৯৫১) – ডাবল বেড ভাড়া ১১০০–১২০০ টাকা। (৪) লাভলি রিসর্ট (৯৮৩০১৫৪২৬৪) –ডাবল বেড ভাড়া ১১০০–১৪০০ টাকা। (৫) ইয়াক্কি স্টে (৯৯০৩২৪৯৮২৪) – ডাবল বেড ভাড়া ১২০০–১৬০০ টাকা। লোলেগাঁও থেকে ৫–৬ কিমি দূরে কাফের ভিলেজে থাকতে পারেন। মাথাপিছু দৈনিক খরচ ৮০০–১১০০ টাকার মধ্যে। যোগাযোগ– ৯৪৩৩০০৩০৮০। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের ফরেস্ট রেস্ট হাউসটি বেশ ভালো। এখানে বিভিন্ন মানের ঘর ভাড়া ৭০০–১৮০০ টাকা।

কী দেখবেন

দেখবার বলতে শুধুই নির্জন প্রকৃতি। ৩কিমি দূরে ঝন্ডিধারায় সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখার মত। আর তার অভিজ্ঞতা আজীবন স্মৃতির মণিকোঠায় থেকে যাওয়া। আর রয়েছে হেরিটেজ ফরেস্ট।

মনের বার্তা

মাত্র ৯০ দিনে মস্তিষ্ক বৃদ্ধির উপায়

অরুণ অধিকারী

ছোটবেলায় ধারণা ছিল মস্তিষ্কের ক্ষমতা মানে ভগবান প্রদত্ত বা জন্ম সূত্রে পাওয়া গুণ। ১৯৮২–৮৩ সালে তখন আমি উচ্চমাধ্যমিক পড়ি, একটা বই আমার ধারণা বদলে দিল। স্বামী স্বরূপানন্দের লেখা বই 'আদর্শ ছাত্র জীবন'। ছোট বেলায় আমি মোটামুটি ভাবে ছাত্র ভালই ছিলাম। প্রথম দিকে (প্রাইমারি) হিন্দি মাধ্যমে পরবর্তীকালে ওড়িশায় গিয়ে ওড়িয়া মাধ্যমে পড়াশুনা করতে হয়েছে। এখনকার মতো তখন Tution পড়ার চল ছিল না। ক্লাসরুমে স্যারেরা যা করাবেন তাইই পাশ করার পুঁজি। তাই পুঁজি করেই পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতাম।

যাইহোক, পরবর্তীকালে ওই ''আদর্শ ছাত্রজীবন'' বইটি আমার মধ্যে একটা বিশ্বাস বা সামান্য পরিশ্রমে হলেও চেতনা তৈরি করেছিলো যে, চেষ্টা করে মনটাকে কাজে লাগাতে পারলে ভালো ছাত্র বা বলা যায় ভাল রেজাল্ট করা যায়। সেই বিশ্বাসকে পুঁজি করে একটু একটু এগোতে থাকি। জীবনের প্রতিটি পদে পদে আর্থিক কষ্ট সহ্য করতে করতে এগিয়েছি। আয়ের পথ বলতে সামান্য টিউশন এবং ছাত্রদের মধ্যে ভাল রেজাল্ট করানোর পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ তার সফলতা প্রমাণ করা। সর্বক্ষেত্রে সফল হয়েছি বলবো না। তবে আজও চেষ্টা করে চলেছি। মনোবিদ্যায় Master Degree [MA(psy)] করার সময় এবং PGDPC কোর্স করতে গিয়ে শিখেছি, শিক্ষার কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। শেখা ও শেখানোর পদ্ধতি বিজ্ঞাসসম্মত হলে বুদ্ধি, স্মৃতি ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি ঘটানো যায়। সর্বক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করা যায়। পরীক্ষায় ভাল Result কর্মজীবনে সফলতা, সংসার জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি প্রাপ্তি এই বুদ্ধি, স্মৃতি, ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল।

তাই আমি আমাদের ছাত্রদের সর্বদা কোনও না কোনও ভাবে বলতে থাকি ''যে শিক্ষা তোমাকে বুদ্ধি, স্মৃতি, ব্যক্তিত্ব দেবে না, সে শিক্ষা তুমি কিছুতেই বেচে (বিক্রি) খেতে পারবেন না।'' শিক্ষা মানে চেতনা, আগে মুক্তি, সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্তি।

তাই প্রতিটি বিষয় থেকে বুদ্ধি, স্মৃতি, ব্যক্তিত্ব নিংড়ে নিতে শিখতে হবে। তবেই সফলতা আসবে। ভালবেসে পড়াশুনা করলে এইসব গুণগুলি আপনার আয়ত্বে আসবেই।

তবে, সন্তানকে জোর করে পড়াতে হলে, শুধুমাত্র শাস্তি দিয়ে পড়াশুনা করালে লাভের থেকে ক্ষতিই বেশি হয়। কারণ নিরানন্দ পড়াশুনা শরীর ও মনের ক্ষতি করবে। বিভিন্ন গবেষণায় তা কিন্তু প্রমাণ হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আমাদের স্কুল কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কি করে পড়তে হয়, কি করে শিখতে হয়, তা শেখায় কি? শেখায় না। কেন শেখানো হয়না?

এ ব্যাপারে অনেক লড়েছি, লড়িয়েছি, লাভ হয়নি। সমস্যা অনেক গভীরে।

এমন কি দেখেছি, আজকের টিউশন নির্ভর ছাত্রছাত্রীদের জীবনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেধা তৈরি হচ্ছে না। মেধা হয়ত বানিয়ে নিচ্ছেন টিউটর বিভিন্ন প্রকার বই পড়ে, নোট বানিয়ে নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে।

আমাদের সন্তানরাই কিন্তু বলা যায় সবচেয়ে বড় সম্পত্তি। এদের মানব থেকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। তবেই নিজের পরিবারসহ সমাজের উন্নতি। এই দুনিয়া যারা উন্নতিতে ভরিয়ে দিয়েছেন (টমাস এডিসন, নিউটন, আইনস্টাইন আরও অনেকে) তাঁরাও কোনও না কোন পরিবারের সন্তান।

যাইহোক, এবারে আসল কিছু কথায় আসি। ''আমরা যে চিন্তাভাবনা করি, সেই চিন্তাভাবনাগুলি অনুভূতি দান করে, সেই অনুভূতিগুলি আমাদেরকে দিয়ে যা করায়, আমরা তাই করতে বাধ্য হই।'' অর্থাৎ অনুভূতি জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই অনুভূতি আমাদের চালনা করে। যেমন গাড়িকে চালনা করে জ্বালানী, কিন্তু ড্রাইভার চাই। তাই ভাল চিন্তা মানে, ভাল অনুভূতি, ভাল কার্যকলাপ সম্পাদন। তাই বলা হয় বিবেক (ড্রাইভার)কে জাগ্রত করে এগোনো দরকার। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, ''পড়াকে ভালবাসলে পড়া তোমাকে ভালবাসবে, পড়া তোমাকে ভালবাসলে পড়তে কষ্ট হবে না।'' চোখ ও ঠোঁটে বুদ্ধি ও আবেগ আভা আসবে। অর্থাৎ ভাল সৌন্দর্যের চর্চা হবে। কারণ সৌন্দর্য্য থাকে আমাদের চোখ ও ঠোঁটে। তাই মেয়েরা চোখ ও ঠোঁটকে প্রধানত সাজায়।

এবার সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কথা মনে রাখা দরকার বলে আমি মনে করি।

(১) সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নার সামনে যেতে হবে, এবং নিজের চোখের সাথে চোখ রেখে বলতে হবে—

(ক) আমি নিজেকে ভীষণ ভালবাসি (৫ বার)

(খ) আমি সব কিছু থেকে মুক্ত (৩ বার)

(গ) আমি সাহসী, শক্তিশালী পুরুষ/মহিলা আমি সব পারি, I am bit and fine (দু হাতের মুঠো শক্ত করে ৫ বার) ব্যস সারাদিন আপনাকে অফুরন্ত Positive Energy যোগাবে।

(২) রাতে শোয়ার আগে ডায়েরিতে লিখতে হবে আগামী দিনের আগাম কর্মসূচি। অর্থাৎ আপনি দিন কখন কখন কি কি পড়বেন। সম্ভব হলে ডায়েরিটা বালিশের নিচে রেখে ঘুমিয়ে পড়ুন। পরের দিন রাতে শোয়ার আগে নিজেকে মাপুন। গত দিনের বাজেট বা সংকল্প কতটুকু বাস্তবে পালন করতে পেরেছেন অর্থাৎ Budget–Actual = আপনার Performance Budget<Actual বা Budget = Actual হলে খুবই ভাল। এর উল্টোটা হলেও ক্ষতি নেই। কারণ, প্রথম প্রথম ঠিকঠাক নাও হতে পারে। তাতে সামান্য মন খারাপ হলে ভাল। আর হ্যাঁ আজকে সারাদিনে কি শিখলেন?

কি অভিজ্ঞতা হলো?

কিসে গর্বিত হলেন?

নিজেকে নিজের কথা কতটুকু শোনাতে পারলেন?

একটু হিসেব করুন। মগজের উন্নতি হবেই। কারণ, জানার আনন্দ মস্তিষ্কের একমাত্র টনিক। সেই জানার আনন্দ, সাথে বোনাস শরীরে 'ফিল গুড' পাবেন। ব্যাস, কেল্লা ফতে। তবে সাবধান একনাগারে ২১ দিন বা ৩০ দিন অভ্যাস করতে পারলেই তবেই কিন্তু উপকার সম্ভব। মনে রাখতে হবে, আমাদের খাদ্য হজম করতে গেলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লাগে। তেমনি পড়া হজম করতেও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লাগে। অভ্যাস তৈরি করতে সাধারণত ২১ দিন সময় লাগে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য এ ব্যাপারে চাই।

(৩) রাতে ২ ঘন্টা পড়ার পর বইটি বন্ধ করে নমস্কার করুন (নিঃশ্বাস ভেতরে টেনে নিয়ে) এবং ঘুমিয়ে পড়ুন। সকালে উঠেই ১ ঘন্টা গত রাতের পড়া রিভিশন করুন। দেখবেন ১০ ঘন্টা পড়ায় কাজ হবে। অবচেতন যাদু কাজে লাগিয়ে এই উপকার পাবেন। তবে হ্যাঁ, পড়া শেষ করে সোজা বিছানা। mobile আগেই উঠে করতে হবে, TV দেখা যাবে না, আয়নার সামনে যাওয়া যাবে না। পড়া শেষ। এবার নমস্কার করে সটান বিছানায় এবং পরদিন সকালে গত রাতের পড়া রিভিশন, ম্যাজিক এর মতো ফল পাবেন। দয়া করেন জানাবেন, কি হল।

(৪) নিজের মনকে সাহস জোগাতে হবে প্রতিনিয়ত। ভাল রেজাল্ট সহজেই করা যায়। স্মৃতি আপনার ভাল, বুদ্ধি আপনার সতেজ। মনে রাখবেন ভুলে যাওয়া থেকে ভুলে যাওয়ার 'ভয়' ভীষণ ভীষণ ক্ষতিকর।

(৫) How mind works :

Thinking—Feeling—Attitude—Action— Habit—Personality— Character—Destiny

মাঙ্গলিকী

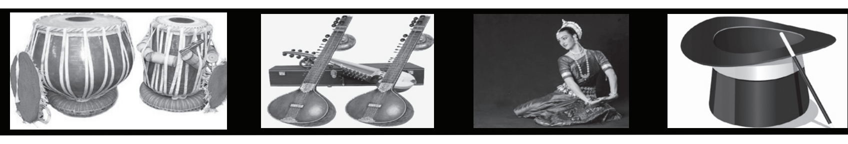

যখন ব্যক্তির স্বপ্ন মানুষের স্বপ্ন হয়ে ওঠে তখনই সমাজ জাগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই বাংলার মানুষের কাছে মাতৃভাষা দিবস শুধু একটা আন্দোলন বা শহিদ দিবস নয়। সারা বিশ্বে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রসংঘ প্রমাণ করে দিয়েছে নিজের মনের ও প্রাণের ভাষাকে রক্ষা করতে প্রত্যেক দেশের মানুষকেই আত্ম বলিদান দিতে হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে পশ্চিম পুটিয়ারীর 'তরুণ দল' সকাল ১০টায় সংগঠনের নিজস্ব প্রাঙ্গণে সেটাই প্রমাণ করে দিল। সেদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিম পুটিয়ারী মাসিক সাহিত্য সভার সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন।

স্বাগত জানান সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুশান্ত বোস। ভাষা শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন সকলে। উদ্বোধন সঙ্গীত, 'মোদের গরব মোদের ভাষা' পরিবেশন করলেন বন্দনা দত্ত ও রীতা বসু। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে। এদিন ভাষা আন্দোলন নিয়ে মূল ভাষণে ডঃ বর্ধন বলেন, যখন ব্যক্তির স্বপ্ন সব মানুষের স্বপ্ন হয়ে ওঠে তখনই সমাজ জাগে। মুজিবর রহমানের 'স্বপ্ন' যখন পূর্ব পাকিস্তানের সব বাঙালির (কিছু সংখ্যক মিরজাফরদের কথা বাদ দিলে) 'স্বপ্ন' হয়ে উঠলো, তখনই পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে ঠাঁই পেলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতাই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রসংঘের তালিকায় একটি দেশের স্বীকৃত জাতীয় ভাষা হিসাবে ঠাঁই দিলো। আর যেহেতু ভাষার জন্যে লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটল, তাই রাষ্ট্রসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে শীলমোহরের ছাপ দেয়। এদিন তারাশঙ্কর দত্ত, তাপস শুভ্র পাল, অদিতি রায়, জয় ভট্টাচার্য্য, শাশ্বতি ব্যানার্জী পাল, বাবুরাম কর্মকার মল্লিক, শেফালি সরকার, সুজিত দেবনাথ, সুনীল গুহ, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, অনিরুদ্ধ মিত্র, গুণেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, প্রদীপ গুপ্ত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

মোবাইলে বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র তরুণ দলকে অভিনন্দন জানালেন 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের ব্যবস্থা করার জন্যে। বললেন তিনি যে দেশেই 'ইন্দ্রজাল' জাদু প্রদর্শনী দিতে যান না কেন, মঞ্চে প্রবেশ করে প্রথমে নিজের মাতৃভাষাতেই সকলকে স্বাগত জানান, তারপর অবশ্য ইংরাজিতেই কথা বলেন (তাঁর পিতা, তথা শাশ্বত জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়রও এটাই করতেন)।

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে 'তরুণ দল' প্রমাণ করে দিলো তাদের সব ক্রিয়াকর্মই গণতান্ত্রিক, একক ব্যক্তির বিষয় নয়। এদিন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়, যা অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণকে উজ্জ্বল করে তোলে। অভিনন্দন সকল সুধীজনকে যাঁরা আসরে উপস্থিত ছিলেন। সুসংহতভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তারাশঙ্কর দত্ত ও তাপস শুভ্র পাল।

চকশ্যামপুরে সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর : সম্প্রতি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলালর ডেবরা থানার অধীন চকশ্যামপুর (দক্ষিণ পাড়া) গ্রামে চকশ্যামপুর সংসার তীর্থস্থান সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় (চতুর্থ বর্ষ) সারাদিনব্যাপী এক সাহিত্য উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল।

সুতপা রাজপন্ডিতের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। চারটি মোমবাতি প্রজ্বলন করে চতুর্থ বর্ষ সাহিত্য উৎসবের শুভ উদ্বোধন করে বিশিষ্ট লেখক–সাংবাদিক ইকবাল দরগাই বলেন— পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার অধীন চকশ্যামপুর গ্রামের ভট্টাচার্য পাড়ায় আশ্রমিক এবং শ্যামলীমায় ভরপুর পরিবেশে এই সাহিত্য উৎসব চতুর্থ বর্ষে পা দিল। বর্তমানে সারা ভারত জুড়ে চলছে অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, চাষ–আবাদে রাসায়নিক সার–কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার। একদিকে সমাজের মধ্যে চলছে ভেদাভেদ, অসহিষ্ণুতা অন্যদিকে চলছে পরিবেশ দূষণ। এইসব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি করতে তৎপর হয়েছেন সাহিত্যপ্রেমী শম্ভুরাম ভট্টাচার্য তাঁর পরিবার সহ বেশ কিছু সাহিত্যপ্রেমী কবি–সাহিত্যিক। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও যে এমন সুন্দর একটি অনুষ্ঠান করা যায় তাঁর প্রমাণ করে দিয়েছেন। এই ধরনের উৎসব সমাজকে তথা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। পাশাপাশি অপসংস্কৃতির মেঘও দূর করে। আগামী দিনে এই উৎসব আরও সুন্দর আরও সফল হোক— এই কামনা করি।

স্বাগত ভাষণ দেন সংসাযর তীর্থস্থান সাহিত্য সংসদের অন্যতম কর্ণধার এবং প্রাণপুরুষ কবি–সাংগঠনিক শম্ভুরাম ভট্টাচার্য। তিনি বলেন আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এবং সামর্থ্যকে পাথেয় করে আমার পরিবার এবং বেশ কিছু সাহিত্যসেবী কবি–সাহিত্যিক বন্ধুদের সহযোগিতায় এই উৎসব করতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য সকলকে জানাই হার্দিক অভিনন্দন। গ্রাম বাংলায় সাহিত্য সংস্কৃতির নানা দিক নির্দেশ এবং তার সমাধানের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন— মধুসূদন চৌধুরী, পাহাড়ি খাঁ, বানেশ্বর চক্রবর্তী, বিকাশ বিশ্বাস, সুখেন্দ্রনাথ রায়, মিহির কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

ভিন্ন স্বাদের আধুনিক, রবীন্দ্র–নজরুল সঙ্গীত, রাগপ্রধান সঙ্গীত পরিবেশন করেন মহেশরাম ভট্টাচার্য, জয়শ্রী কর, শ্যামল বিশ্বাস, অনিল সামন্ত এবং সুতপা রাজপন্ডিত। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সুখেন্দ্রনাথ রায়, পাহাড়ি খাঁ, মিহির কুমার চট্টোপাধ্যায়, ইকবাল দরগাই, মৃণালেন্দু চক্রবর্তী, বিকাশ বিশ্বাস, সুদক্ষিণা ভট্টাচার্য, কালীপদ ঘোষ, ড. অজিত কর, জয়শ্রী কর, কাজী সিরাজুল ইসলাম, দীপক কুমার হুই, মধুমিতা বেতাল, আব্দুল রশিদ, সুমন ভট্টাচার্য, সুজন ভট্টাচার্য, হাবিবুর রহমান, শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুরাম ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে 'সংসার তীর্থস্থান' নামক একটি কাব্য সংকলনের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে ইকবাল দরগাই। সংসার তীর্থস্থান সাহিত্য সংসদের তরফে সাহিত্য উৎসবে উপস্থিত প্রত্যেক কবি–সাহিত্যিক–শিল্পীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সঞ্চালনা করেন কবি শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সহযোগিতা করেন শম্ভুরাম ভট্টাচার্য, বিজয়া ভট্টাচার্য এবং সুদক্ষিণা ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রায় দুইশত কবি–সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে ওঠে এই সাহিত্য উৎসব।

গ্রামীণ পত্র–পত্রিকা সমিতির ১৯তম সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিম পুটিয়ারী তরুণ দলে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৬ (রবিবার) আয়োজিত হয়েছিল সারাদিনব্যাপি সাহিত্য সম্মেলন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গ্রামীণ পত্র–পত্রিকা সমিতির হরিদেবপুর–ঠাকুরপুকুর–বেহালা শাখা সংগঠন–এর উদ্যোগে আয়োজিত এই সভার ১৯তম বার্ষিক অনুষ্ঠান। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সম্পাদক শ্রী অমৃতলাল পাড়ুই। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন ও আলিপুর বার্তার প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী অরুণ ব্যানার্জী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীমতী বন্দনা দত্ত ও রীতা বসু। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখলেন ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। স্বরচিত কবিতা, অণু গল্প পাঠে অংশগ্রহণ করলেন, দেবনাথ পোড়ে, কানন পোড়ে, আরতি দে, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, প্রবীর নন্দী, জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, লাবণী মান্না, শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাল, শেফালী সরকার, পামেলা সরকার, সন্তোষ সরকার, ঝুনু ভৌমিক, সুনীল গুহ, সুকুমার মণ্ডল ও আরও অনেক কবি / সাহিত্যিক। সঙ্গীত পরিবেশনে ছিলেন মিনু প্রধান (মণ্ডল), শ্যামল বিশ্বাস প্রমুখ। নামখানা–কাকদ্বাপ অঞ্চল থেকে অভিনন্দন মাইতি ও সুব্রত সুন্দর জানা, ফলতা–নোদাখালী অঞ্চল থেকে ভীম ঘোষ, মানস চক্রবর্তী, বসন্ত পরামানিক প্রমুখেরাও হাজির ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়ীত্বে ছিলেন তাপস শুভ্র পাল ও তারাশঙ্কর দত্ত। স্মরণিকা হিসাবে উপস্থিত সকল অতিথি–দের হাতে বিশেষ–ভাবে নামাঙ্কিত কলম তুলে দেওয়া হল। অনুষ্ঠান শুরু ও সমাপ্তি–তে যথাক্রমে স্বাগত ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন তারুণ্য সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল।

সিঁথি সার্কাস ময়দানে বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বই পড়ুন এবং পড়ান। কারণ শিক্ষাই হল জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষাই পারে মানুষকে অন্ধকার কুঠি থেকে বের করে নিয়ে এসে আলোর পথ দেখাতে। তাই শিক্ষা ছাড়া কোনও গতি নেই। এই প্রবাদ বাক্যটিকে সামনে রেখে বরানগরে শুরু হয়েছে বরানগর বই উৎসব কমিটির দ্বারা পরিচালিত বইমেলা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড কর্তৃপক্ষ। এই মেলা শুরু হয়েছে ১৯ মার্চ, চলবে ২৭ মার্চ পর্যন্ত। প্রতিদিন বইপ্রেমীদের জন্য এই মেলা শুরু হবে বিকেল ৪ টে থেকে। বন্ধ হবে রাত নটার সময়।

এবারের এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নির্বাণে–অনির্বাণে বুদ্ধ ভগবান এবং সাহিত্যিক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের তিনকড়ি হরণ, গিরিশ নিধন নামে দুটি বই দেজ পাবলিকেশন স্টল থেকে প্রথম প্রকাশিত হওয়া। মেলার পরিচালন সমিতির দায়িত্বে রয়েছেন সভাপতি হিসাবে বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়, সহ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন অরুণা মৌলিক। প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বে রয়েছেন দমদম লোকসভার সদস্য সৌগত রায়। এই মেলায় দীপ প্রকাশন, পারুল প্রকাশনী, কারিগর, দে'জ, আনন্দ পাবলিশার্স, লালমাটি, পত্রভারতীর মতো অতি উচ্চমানের প্রকাশনা জগতের প্রকাশকরা অংশগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। মেলার রাতগুলিতে উপস্থিত বইপ্রেমীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এছাড়া এই একই ময়দানে হ্যান্ডলুম এক্সপো মেলা ২০১৬। এই মেলা শুরু হয়েছে ২০ মার্চ থেকে চলবে টানা একমাস পর্যন্ত। প্রতিদিন মেলা চালু থাকবে বিকেল সাড়ে চারটে থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত। প্রবেশ অবাধ।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

শব্দের ঝঙ্কার

(সম্পাদনা – সুনীল মুখোপাধ্যায় ও স্বপন পাল / শীত সংখ্যা ১৪২২) এই সংখ্যায় শব্দের ঝঙ্কারে যুগ্ম–সম্পাদনায় সুনীল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহযোগী স্বপনবাবুকে পাওয়া গেল। কবিতা/ছড়ার নির্বাচনে আরও একটু কঠোরতা প্রত্যাশিত ছিল। গিরিজা শঙ্কর মুখার্জী, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসবী মজুমদার মিত্র, আরতি দে প্রমুখেরা নিজেদের লেখায় ছাপ রাখতে সক্ষম । সুনীল মুখোপাধ্যায়ের গল্পটিতে (অজ্ঞাত প্রেম) নায়িকা স্বপ্না–কে শৈবাল কেন উপেক্ষা করল তার বিশ্বাসযোগ্য কারণ লেখক গল্পে উল্লেখ করেন নি, এবং এই গোড়ায় গলদের কারণে গল্প–টি শুরু থেকেই নড়বড়ে রয়ে গেল । বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর ও আগাম খবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় প্রয়াস। (পত্রিকার ঠিকানা – ১/২/৩ ব্যাপটিস্ট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড, সালকিয়া, হাওড়া–711 106 / 9830319821)

নির্বাচিত কবিতা সংকলন

(শৈলেন সাহা রচিত কবিতার বই / প্রকাশিকা – কল্যাণী সাহা, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নয়াদিল্লি / মূল্য ২১ টাকা) – প্রাক্তন বেতার / দূরদর্শন কর্মী শৈলেন সাহা রচিত কবিতার এই ক্ষুদে বইটি, সত্তরের দশকের লিটল বই–এর স্মৃতিকে সজাগ করে দেয়। ২০১১ সালে প্রকাশিত এই কবিতার সংকলনটি আলোচনার জন্য সম্প্রতি আলিপুর বার্তার দপ্তরে পৌঁছেছে। নানা স্বাদের কবিতা নিয়ে গড়া। কিছু কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলী জানিয়েছেন অগ্রজ / জন্মদাতা–কে। অধিকাংশ কবিতায় ফুটে উঠেছে বিপ্লবের কথা, মুক্তির কথা। বাংলাদেশ–এর মুক্তির ঘটনা প্রবল ভাবে আবেগের ঢেউ তুলেছিল লেখকের মনে, শিকড়ের টানের কথা বলিষ্ঠ ভাবে ফুটে উঠেছে মুক্তিস্নান, বাংলাদেশ, লাল সেলাম। তুলনায় প্রেম পর্যায়ের কবিতার সংখ্যা কম–ই। ভালবাসার শব্দ কবিতাটি হৃদয়তন্ত্রী–তে ঝঙ্কার তোলে কিন্তু বেশিক্ষণ নয় কবিতা–টি বোধকরি কবিতা হয়ে উঠল না। বইটির নির্মাণে অপেশাদারীত্বের একাধিক নমুনা লক্ষ্য করা গেল, পাতার কেন্দ্রের বদলে অনেক জায়গায় ছাপা প্রান্তসীমায় চলে এসেছে। প্রচ্ছদ–টি নিয়েও ভাবনা চিন্তার অবকাশ ছিল।

ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি

(শৈলেন সাহার তৃতীয় কবিতার বই / প্রকাশিকা – কল্যাণী সাহা, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নয়াদিল্লি / মূল্য উল্লেখ নেই) ডিসেম্বর ২০১৫–এ প্রকাশিত এই মিনি কবিতার বই–টি লেখকের সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ। কবিতা–র বিন্যাসে আগের বইটির তুলনায় অনেক বেশি পরিণত, পরিচ্ছন্ন। প্রচ্ছদেও সুচিন্তিত চিন্তা–র প্রতিফলন। আমাকে মুক্তি দাও, বিক্ষত মানুষ, পাখিটা নিহত হল, যাওয়া ইত্যাদি কবিতা থেকে লেখকের জীবন সম্বন্ধে উপলব্ধি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। জীবনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্তির আকুতি ফুটে উঠেছে এলোমেলো, অস্তিত্ব, আমাকে খুঁজো না ইত্যাদি কবিতাগুলির মধ্যে । সমস্ত দাসত্বের প্রতিশ্রুতি/আজ ছিঁড়ে ফেলতে চাই আমি (ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি) –এর মত কিছু অনবদ্য কাব্যিক প্রয়োগ লেখকের জান চিনিয়ে দেয় । একগুচ্ছ উতকৃষ্ট কবিতার মধ্যে এবং আমার ভালো লাগা (জঁ রেনোয়ার ..) ও স্বপ্নের কাছাকাছি কবিতা দুটির সংযোজন একটু বুঝি বেমানান লাগে।

– গ্রন্থকীট

হাওড়া জেলার ফুলেশ্বরে চিত্রাঙ্কণ ও ভাস্কর্য্য প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জেলার ফুলেশ্বরের তুলি কলম আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির পরিচালনায় বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে চিত্রাঙ্কণ ও ভাস্কর্য প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল ফুলেশ্বর ডাকবাংলো মাঠে এক মনোরম পরিবেশে।

গত ২০ মার্চ প্রায় ৫০ জন খুদে শিল্পী গঙ্গার ধারে গাছের ছায়ায় বসে মনের আনন্দে ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে মাটি দিয়েও বিভিন্ন ধরণের মডেল তৈরি করল। সোসাইটির অধ্যক্ষ শিল্পী প্রশান্ত চক্রবর্তী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধক হিসেবে পেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী ও ভাস্কর শ্রী তপন করকে সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজয় ঘড়ুই, প্রণব হাজরা ও সবিতা মান্না।

প্রশিক্ষণ শিবিরের শেষে বিকাল বেলা আয়োজন করা হয় এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক শ্রী শিশির পুরকাইতের দক্ষ সঞ্চালনায় ও শিল্পী রণজিত কুমার রাউতের উপস্থিতিতে পুরস্কৃত হল খুদে শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে রিমা মণ্ডল, প্রিয়শ্রী চক্রবর্তী, সৌরভ প্রামাণিক, অয়ন্তিকা পুরকাইত প্রমুখ সদস্য ও সদস্যাদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

জঙ্গলে চাকের খোঁজে মৌলেদের হাড়হিম করা কাহিনি

শঙ্করকুমার প্রামানিক

সুন্দরবনের মৌলেরা বাঘের রাজত্বে ঢুকে কীভাবে মৌচাকের সন্ধান করেন, সে কাহিনি তাঁদের কাছ থেকে নিজের কানে শোনার বাসনায়, বেশ কিছুদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছি। আমার শোনা কাহিনি সময় মতো পুস্তকাকারে প্রকাশ করব। এই মুহূর্তে তার এক টুকরো পাঠককে নিবেদন করছি।

জঙ্গলে পা দিয়েই মৌলেদের দল প্রথমেই গুণিনের কথামতো কিছু আচার–অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়ে ইষ্ট দেবদেবীকে স্মরণ করে। তারপর ডিঙিতে একজনকে (গাঙনেয়ে) রেখে, দলটা দু'টো ছাটায় (ছোটো দলে) ভাগ হয়ে যায়। চাক খুঁজতে খুঁজতে দল দু'টো জঙ্গলের ভিতরে এগুতে থাকে। দু'টো দলের মধ্যে দূরত্ব বেশি থাকে না। দূরত্বটা এমনই রাখতে হয় যাতে এক দলের ডাক অন্য দল শুনতে পায়। আরও একটা বিষয় মৌলেদের খেয়াল রাখতে হয়। সেটা হল গাঙনেয়েকে ফেলে জঙ্গলের বেশি দূরে যাওয়া যাবে

না। সেখানেও দূরত্বটা এমনই হবে যাতে গাঙনেয়ে 'কু' দিলে মৌলেদের কানে এসে পৌঁছয়। আবার মৌলেদের 'কু' গাঙনেয়ের কানে যায়। দূরত্ব ঠিক রাখার জন্য পরস্পরের মধ্যে মাঝে মঝে 'কু' চালাচালি হয়। আরও একটা উপায়ে মৌলেরা সঠিক দূরত্বটা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। গাঙনেয়েকে বলা থাকে তিনিও চেষ্টা করবেন শব্দকে অনুসরণ করে খাঁড়ি/নদী ধরে এগিয়ে যেতে। অর্থাৎ গাঙনেয়েও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের অবস্থনের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন।

জঙ্গলের মধ্যে সবার চোখ মৌচাক খুঁজতে ব্যস্ত। তাঁদের মধ্যে একজনকে, সম্ভবত যিনি এ কাজে বেশি পটু, 'চোখের' মৌলে বলা হয়। মৌমাছির দেখা মিললে, চাকের খোঁজ পাওয়া যাবে। অনেক সময় অতি সহজে মৌচাকের দেখা মেলে। আবার কখনও কখনও চাকের জন্য মৌলেদের হন্যে হতে হয়। সুন্দরবনের মৌলেরা দীর্ঘদিন ধরে মধু ভাঙার সঙ্গে যুক্ত থাকায়, জঙ্গলের মৌমাছিদের আচার–আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা মৌচাকের সন্ধান করেন।

সুন্দরবনের মৌলেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন যে, মৌমাছিরা চাক থেকে বেরিয়েই যেদিকে ইচ্ছা উড়ে যায় না। প্রথমেই একটা লম্বা সারি বা লাইন তৈরি করে। এই সারি বা লাইনকে সিঁড়ি বলে। সিঁড়িটা বেশ মোটা। দূর থেকে দেখলে চেনা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে সিঁড়িটা ভেঙে যায়। মৌমাছিরা যে–যার মতো উড়ে যায়। মৌলেরা বলেন চাকে ফেরার সময়েও মৌমাছিরা সিঁড়ি তৈরি করে।

যখন এদের পেট ভরা থাকে, তখন এদিক ওদিক যাবে না। লাইন দিয়ে ঘরে ফিরবে। পেট যখন খালি থাকে, তখন খাবারের সন্ধানে এখানে ওখানে ঘোরে। জঙ্গলের মধ্যে ফুল খুঁজে বেড়ায়। জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চাক দেখা না পেলে, মৌলেরা গাছে উঠে মৌমাছিদের সারি (সিঁড়ি) সন্ধান করেন। চাকের সন্ধনে মৌলেদের আরও নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। কখনো সখনো পাত্রে করে চিনির জল নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়। কখনো বা সেই জল নিয়ে গাছের পাতায়, এমনকী ফুলেও, ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে কাছাকাছি মৌমাছি থাকলে, অল্প সময়ের মধ্যেই, তাদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। অভিজ্ঞ মৌলেরা তাদের গতিবিধি অনুসরণ করে চাকের সন্ধান পান। আবার এও শুনেছি যে, শুকনো এবং কাঁচা পাতা দিয়ে মশাল তৈরি কোরে, সেই মশাল জ্বালিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলে, কাছাকাছি মৌমাছি থাকলে উড়তে থাকবে। তখনি তাদের গতিবিধি দেখে মৌচাকের হদিস করা সহজ হবে। এভাবে মৌচাকের দেখা মিললে মৌলেরা 'আল্লা আল্লা' করে ওঠেন। অথবা 'কু' ডাক দিয়ে সহকর্মীদের কাছে বার্তা পাঠান।

সুন্দরবনের ডায়েরি

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা জরুরি। সেটা হল দলের মধ্যে একজনকে 'চোখের মৌলে' বলা হলেও, বাস্তবে দলের সকলেই চাকের খোঁজ করেন। আগেই উল্লেখ করেছি, একজনকে (গাঙ নেয়ে) নৌকোয় রেখে, দলের বাকি লোকরা দু'টো ছাটায় ভাগ হয়ে, চাক খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যান। দু'টো ছাটার মৌলেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে, কারা আগে চাক দেখতে পায় এবং কারা বেশি চাকের খোঁজ দিতে পারে ইত্যাদি নিয়ে। এর ফলে, বহু মৌলেরা জানিয়েছেন, বাঘ অতর্কিতে আক্রমণের করার সুযোগ পায়। আর নিচের ঝোপ–ঝাড়, খালা–খন্দ, সাপ–ব্যাঙ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য থাকে না।

এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মধু ভাঙার মরশমেও, পুরো গণটা মধু ভাঙা যায় না। মধু ভাঙা হয় সাধারণত মরানিতে। অথাৎ পঞ্চমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত, আট দিন। কোটালে অর্থাৎ ত্রয়োদশী থেকে চতুর্থী, সাত দিন, মধু কাটা বন্ধ থাকে। এতে বনদপ্তরের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবুও বন্ধ থাকে। কারণ, কোটালে জঙ্গল জলে ডুবে যায়। তখন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটা যায় না। এরকম অবস্থায় উপরের দিকে চেয়ে, মৌমাছির গতিবিধি অনুসরণ করে, চাক খোঁজা একেবারেই অসম্ভব। এমনকী মরানিতে মৌচাক খোঁজার সময় জঙ্গলের মধ্যে খাল বা খাঁড়ি পার হতে হয়। কখনও হেঁটে, কখনও বা সাঁতার কেটে। ঝড়খালির সুখরঞ্জন মন্ডল (৫১) জানালেন, চাকের অবস্থান আগে থেকে জানা থাকলে, বিশেষ করে চাকটা যদি খালের/খাঁড়ির কাছেই হয়, তাহলে নৌকোয় করে চাকের কাছে গিয়ে কেটে নেওয়া যায়। ঝড়খালির আরও একজন অভিজ্ঞ মৌলে, বিদুর মন্ডল (৬৫), যিনি একটানা চল্লিশ বছর মধু ভাঙছেন, জানালেন, তাঁরা সাধারণত চতুর্দশী থেকে তৃতীয়া, পাঁচদিন মধু ভাঙা বন্ধ রাখেন।

এই সময় জঙ্গলে বেশি জল বাড়ে। আরও দু'দিন -- ত্রয়োদশী ও চতুর্দশীতে অর্থাৎ কোটালের শুরুর ও শেষের দিন -- জলের বৃদ্ধির পরিমাণ তুলনা মূলক কম বলে, বিদুরবাবুরা খুব কষ্ট করে হলেও মধু ভাঙেন। বলেন, যা পাওয়া যায়।

এমনকী কোটালের অন্যান্য দিনগুলোতেও, জঙ্গলের মধ্যে না হেঁটে, ধারে কাছে চাক মিললে নৌকো নিয়ে গিয়ে চাক কাটেন। জঙ্গলে পৌঁছে মৌলেরা, যার পক্ষে যতটুকু সুযোগকে কাজে লাগানো যায়, সেই চেষ্টাই করেন।

কিউইদের কাছে হার সত্ত্বেও

পাক বধে ভেসে উঠল টিম ইন্ডিয়া

যুধিষ্ঠির নস্কর

যেভাবে ফেবারিট হিসাবে এবারের টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু করল ভারত তাতে মনে হচ্ছিল খুব সহজেই টুর্নামেন্ট শুরু করবে ধোনির দল। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়ে দিল কিউইরা। একইসঙ্গে প্রমাণ করে দিল এর নামই ক্রিকেট। গেম অফ

আনসার্টেনিটি। ঘোর অনিশ্চিয়তার বাতাবরণে সেরা দল যখন তখন হেরে যেতে পারে, আবার অখ্যাত কোনও দল চমকে দিতে পারে। সেই খেলাটাই এবার খেলে দিল ব্ল্যাক ক্যাপস বাহিনী। উদ্বোধনী দিনেই হট ফেভারিট ভারতকে এভাবে হারিয়ে দেবে নিউজিল্যান্ড তা কেউই ভাবতে পারেননি। এর জন্য নাগপুরের উইকেটকে যতই গাল পাড়ুক না কেন ভারতীয় সমর্থকরা বুঝতে হবে এটাই ভবিতব্য ক্রিকেট নামক গেমসটির।

অবশ্য প্রথম ম্যাচের হারের রেশ মিটতে না মিটতেই টিম ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের উপস্থিতির জানান দিল ভালোমতোই। যদিও নাগপুরের ছায়া এখানেও প্রায় পড়তে বসেছিল। সৌজন্যে সেই স্যাঁতস্যাঁতে উইকেট নম্বর-২। তাও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাগ্যেই হোক আর ভিভিআইপিদের উপস্থিতি ইডেন সাক্ষী থেকে গেল পাক বধের। অথচ ছবিটা প্রায় নাগপুরের মতোই হতে চলেছিল। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ড ম্যাচের হারের পর আবারও একটা পরাজয়ের ভ্রুকুটি ভালো মতো চেপে বসেছিল যখন ২৩-৩ হয়ে গিয়েছিল ভারত। এখানেই কোহলির আবির্ভাব, এবং ম্যাচের কর্তৃত্ব পুরো চলে গেল টিম ইন্ডিয়ার হাতে। সঙ্গে রায়না-যুবরাজদের কথাও বলতে হবে নিশ্চিতভাবে।

এর ফলে এবারের বিশ্বকাপে যথেষ্ট সম্ভাবনা বজায় থাকল ভারতের পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার। তা যতই গ্রুপ অফ ডেথে তাদের অবস্থান থাকুক না কেন। এখন পরিস্থিতি এমন যে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতেই হবে ভারতকে। তাছাড়া বাংলাদেশের কাছে পচা শামুকে পা কাটার মতো অবস্থা যাতে না হয় দেখতে হবে সেটাও। অর্থাৎ পাক বিজয়ের পর অজি বধ আর বাংলাদেশ নিধন পরবর্তী মিশন টিম ইন্ডিয়ার জন্য। ভারতীয় দলের জন্য এটা অসাধ্য নয়। তাও যেহেতু খেলার নাম ক্রিকেট তাই একটা কথা থেকেই যায়। একটা দিক থেকে বলা চলে ভারতীয় দলের জন্য একটা হার প্রয়োজন ছিল টানা জয়ের প্রেক্ষিতে। কারণ ক্রিকেটের চালচিত্রে 'ল অফ অ্যাভারেজ' শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই নিয়মানুযায়ী টানা জয়ের পরে এক আধটা হোঁচট খেতেই পারে কোনও দল। সেদিক থেকে ভারতীয় দল লাকি যে প্রথম ম্যাচেই তাদের হারের সম্মুখীন হতে হল। নিউজিল্যান্ড যতই ভালো খেলুক না কেন, ভারতের এই মুহূর্তে যেরকম টিম স্পিরিট তাতে কিউইরা কোনও বাধাই নয়। এই জায়গাতেই ভুল ভেবেছিলেন হয়তো বোদ্ধারা।

গত কয়েক মাসে ভারতীয় দলের যে গ্রাফ সেদিকে তাকালে খানিকটা চমকে যেতেই হয়। বিশেষ করে অজিদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির পরে পঞ্চাশ ওভারের সিরিজে প্রথম দিকে কোনঠাসা ছিল ভারত। সেই দলই ম্যাজিকের মতো পালটে গেল সিরিজের পরের কয়েকটি ম্যাচ জিতে। আর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-২০ সিরিজটা ভারত যেভাবে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছিল তা তো বলাইবাহুল্য। এই সিরিজেই দীর্ঘদিন পর দলে ফেরা যুবারজ সিং নিজের নামের প্রতি সুবিচার করেন কতগুলি সুপার ইনিংসের মাধ্যমে। একইভাবে পুরনো ঘোড়া আশিস নেহরা, হরভজন সিংরাও হয়ে ওঠেন দামাল। পরবর্তী ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপেও ভারতের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। রোহিত শর্মা, যুবরাজ সিং, সুরেশ রায়না, অধিনায়ক ধোনিরা অসাধারণ খেলতে থাকেনই পাশাপাশি বল হাতে দুর্জয় হয়ে ওঠেন প্রবীন নেহরা কিংবা নবীন বুমড়া। তবে সবাইকে ছাপিয়ে নিজেকে গ্রেটেস্টদের সারিতে বসিয়ে ফেলেছেন ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। টেস্ট, পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ বা টি-২০ সবেতেই যে কর্তৃত্ব নিয়ে খেলছেন কোহলি তাতে তাকে ভিভ রিচার্ডসের সঙ্গে তুলনা করা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আগামীতে শচীন তেন্ডুলকরের রেকর্ড যদি কেউ ভাঙতে পারে তাহলে সে যে বিরাট কোহলি সেই ফিসফাস এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

এদিকে টি-২০ বিশ্বকাপের আপাতত সবথেকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল গত বুধবার। শেষ বল পর্যন্ত গড়ানো এই ম্যাচে বাংলাদেশকে ১ রানে হারিয়ে কোনওমতে দুই পয়েন্ট পেল ভারত। অথচ খেলার এমন একটা পরিস্থিতি ছিল যখন মাত্র ৩ বলে ৩ রান করলেই জিতে যেত বাংলাদেশ। এখানেই মোড় ঘুরল ম্যাচের। পর পর তিন বলে তিন উইকেট হারিয়ে ল্যাজেগোবরে হতে হল বাংলাদেশকে। মাত্র ১৪৬ রানের পুঁজি নিয়েও বেরিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া। যে ম্যাচের ভুরি ভুরি রান তুলে রানরেট বাড়ানো ছিল লক্ষ্য সেখানে এভাবে যে জয় পেতে হবে তা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি ভারতবাসী।

টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত

- নিউজিল্যান্ডের কাছে হার শাপে বর
- পাকিস্তান বধে ফের প্রকট বিরাট মহিমা
- অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশকে হারাতেই হবে
- ঘরের মাঠে আরও একটা বিশ্বকাপ জয়ের চাপ

সাফে সোনা সায়নীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান গেমস সাঁতারে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতল বাংলার মেয়ে সায়নী ঘোষ। ৪০০ মিটারে ব্যক্তিগত ৫.১৪:৫১

মিনিট সময় করে রেকর্ড গড়ে সে। এর আগে ২০১৫ তে পুনে বালেভেরি স্টেডিয়ামে জুনিয়র জাতীয় পর্যায়ে ৪০০ মিটার সাঁতারে সোনা জিতেছে। ওই বছরই অক্টোবর মাসে রাজকোটে সিনিয়র ন্যাশনালসে রুপো পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। একেবারে ছোট্টবেলায় বাড়ির কাছেই বালি সুইমিং সেন্টারে সাঁতার শিখত। সেখানে কয়েকবছর শেখার পর ২০১০ সাল থেকে বালি গ্রামাঞ্চল ক্রীড়া সমিতির সুইমিং পুলেই প্র্যাকটিস শুরু করে সায়নী। এখানেই কোচ সুরজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রচুর ছেলেমেয়েকে সাঁতারু বানানোর জন্য রীতিমতো ঘাম ঝরিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। যথারীতি সায়নী তাঁর নজরে পড়ে যায়। এই সাঁতারের জন্যই বালি শিক্ষা নিকেতন স্কুল থেকে ২০১৪ ও ২০১৫ সাল দু'বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। বাবা শ্যামল ঘোষের (ভাইদা) বালি স্টেশনের পাশে এগরোল, চাউমিনের দোকান রয়েছে। একজনের রোজগারের চলে সংসার। মা মৌসুমী ঘোষ গৃহবধূ। সায়নীকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তার মা নিয়ে যাওয়ার সঙ্গী। দাদা শুভম বেলুড় লালবাবা কলেজের কমার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তাদের বাড়ি বালি স্টেশনের কাছেই। বালি দুর্গাপুর রাস্তায় দোকান ও বাড়ি একদম লাগোয়া। বালি দুর্গাপুর থেকে নিশ্চিন্দার বালি গ্রামাঞ্চল ক্রীড়া সমিতির সুইমিং ক্লাব বেশ অনেকটা রাস্তা। তাও যাবতীয় প্রতিকূলতা ঝেড়ে ফেলে এগিয়েছে চলেছে সায়নীর অশ্বমেধ ঘোড়া। তার আগামী লক্ষ্য আরও অনেক বড় আসরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করা। পরবর্তী মঞ্চ হতে চলেছে সায়নীর।

ফুটবল থেকে রাজনীতির মঞ্চে ফুটবলার রহিম নবি

মলয় সুর

তৃণমূল কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দেওয়ার পরই মুম্বই চলে গিয়েছিলেন আই লিগের ম্যাচ খেলতে। মুম্বই এফসি-র হয়ে এবার একটি আইলিগের ম্যাচ খেলেছেন সৈয়দ রহিম নবি। তারপরই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর চটজলদি পান্ডুয়ায় ফিরে এসেছেন। এখন চুটিয়ে চলছে প্রচার। দম ফেলার ফুরসৎ নেই। নবি বলছেন, ফুটবলার হিসাবে মাঠে নামলেই শুনতে পেতাম নবি গোল করতে হবে। রাজনীতির মাঠেও সেই প্রত্যাশা। ফুটবলের পাশাপাশি রাজনীতি। পান্ডুয়ার রহিম নবি বললেন, ফুটবলার জীবনে বিভিন্ন পজিশনে কোচেরা আমাকে ব্যবহার করেছেন। রাজনীতির মঞ্চেও সফল হওয়ার ব্যাপারে

আমি আত্মবিশ্বাসী। আমি পান্ডুয়াতে বিভিন্নভাবে মানুষজনকে সাহায্য করি। একটা প্ল্যাটফর্ম পেলে সমাজসেবামূলক কাজগুলো আরও ভালোভাবে করা যাবে। এবার সেই প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুযোগ দিয়েছেন। কলকাতার তিন প্রধানে চুটিয়ে খেলা দেশের অন্যতম সেরা ইউটিলিটি ফুটবলারটি। ফুটবলার হিসাবে নিজেকে নতুন করে আর প্রমাণ করার কিছুই নেই। ইষ্টবেঙ্গলে সাত বছর, মোহনবাগানে দুই ও মহমেডানে স্পোর্টিংয়ে তিন বছর ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় ক্লাবে খেলেছে। জাতীয় দলে টানা দশ বছর খেলে গিয়েছে। বাংলা দল তো রয়েছে। এমন কি এ বছর মুম্বই এফসি কোচ খালিদ জামিল তাকে দলে রাখেন। ফুটবল খেলা শুরু করেন পান্ডুয়া ফুটবল আকাদেমিতে কোচ মুরারী সুরের প্রশিক্ষণে। গত বছর আইএসএলে আতলেতিকো ডি কলকাতার কোচ হাবাস আমাকে খেলাননি। রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে রহিম নবির কাছে প্রেরণা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদিকে দেখেই নবি রাজনীতিতে আসার প্রেরণা পেয়েছেন। তবে পান্ডুয়াতে সিপিএমের রাজত্ব। গত ২০১১-র বিধানসভা ভোটে পান্ডুয়া বিধানসভাতে সিপিএমের আজাদ হোসেন জয়ী হয়েছেন। এবারে দিদি তরুণ প্রজন্মকে তৃণমূল কংগ্রেসে প্রার্থী করেছেন। যেমন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বাইচুং ভুটিয়া, বৈশালী ডালমিয়া। কিন্তু পান্ডুয়াতেই তৃণমূল কর্মীরা আপনাকে মেনে নিতে পারছেন না। নবির সাফ উত্তর ও ব্যাপারে আমি বেশি মাথা ঘামাচ্ছি না। সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই।

জমজমাট অজয় লাহিড়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : অসহ্য গরম। তবু বাংলার ফুটবলকে ঘিরে উৎসাহের খামতি নেই। ভদ্রেশ্বর দিগড়া ফুটবল কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় আমন্ত্রণমূলক আট দলীয় নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতাকে ঘিরে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল নজর কাড়ার মতো। উত্তেজক ফাইনালে ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব ১-০ গোলে ভবানী সংঘকে পরাজিত করে অজয় লাহিড়ী নামাঙ্কিত সুদৃশ্য ট্রফি লাভ করে। খেলায় একমাত্র গোলটি করেন বিশ্বজিৎ দাস। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল আটটি দল। চন্দননগর শিশির ক্লাব, শ্রীরামপুর জগন্নাথ ক্লাব, শ্যামনগর ফুটবল কোচিং সেন্টার, ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাব, ভবানী সংঘ, সবুজ পরিষদ, চুঁচুড়া ডিএম ক্লাব ও রিষড়া অরোরা স্পোর্টিং। যাঁর নামে এই চ্যাম্পিয়ন ট্রফি সেই অজয় লাহিড়ী ছিলেন কলকাতা ময়দানে একাধারে প্রথিতযশা রেফারি, পুরুষ-মহিলা ফুটবলের প্রশিক্ষক, অন্যদিকে ধারাভাষ্যকার । ১৩ মার্চ এই ফুটবল প্রতিযোগিতাসহ ম্যাচ চলাকালীন সেমিফাইনালে মোহনবাগানের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার কিংশুক দেবনাথ হাজির হয়েছিলেন। রানার্স মাধব চন্দ্র ঘোষ ট্রফি পেলেন ভবানী সংঘ। ফেয়ার প্লে ট্রফি পায় শ্যামনগর ফুটবল কোচিং সেন্টার। বিজয়ী দল ১২ হাজার এবং বিজিত দল ভবানী সংঘ ১০ হাজার টাকা নগদ অর্থ পায়। এদিন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন ইউনাইটেডের সুশান্ত সরকার, সর্বোচ্চ গোলদাতা ইউনাইটেডের সৌরভ চক্রবর্তী, সেরা গোলকিপার ভবানী সংঘের সুশান্ত দাস, তাছাড়া ছিল অন্যান্য ব্যক্তিগত পুরস্কার। ফাইনাল খেলায় খেলিয়েছেন রেফারিরা হলেন অভিজিৎ ব্যানার্জী, নির্মল সরকার, সুকুমার রায় ও নিতাই পাল।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

১ ২ ৩ ৪

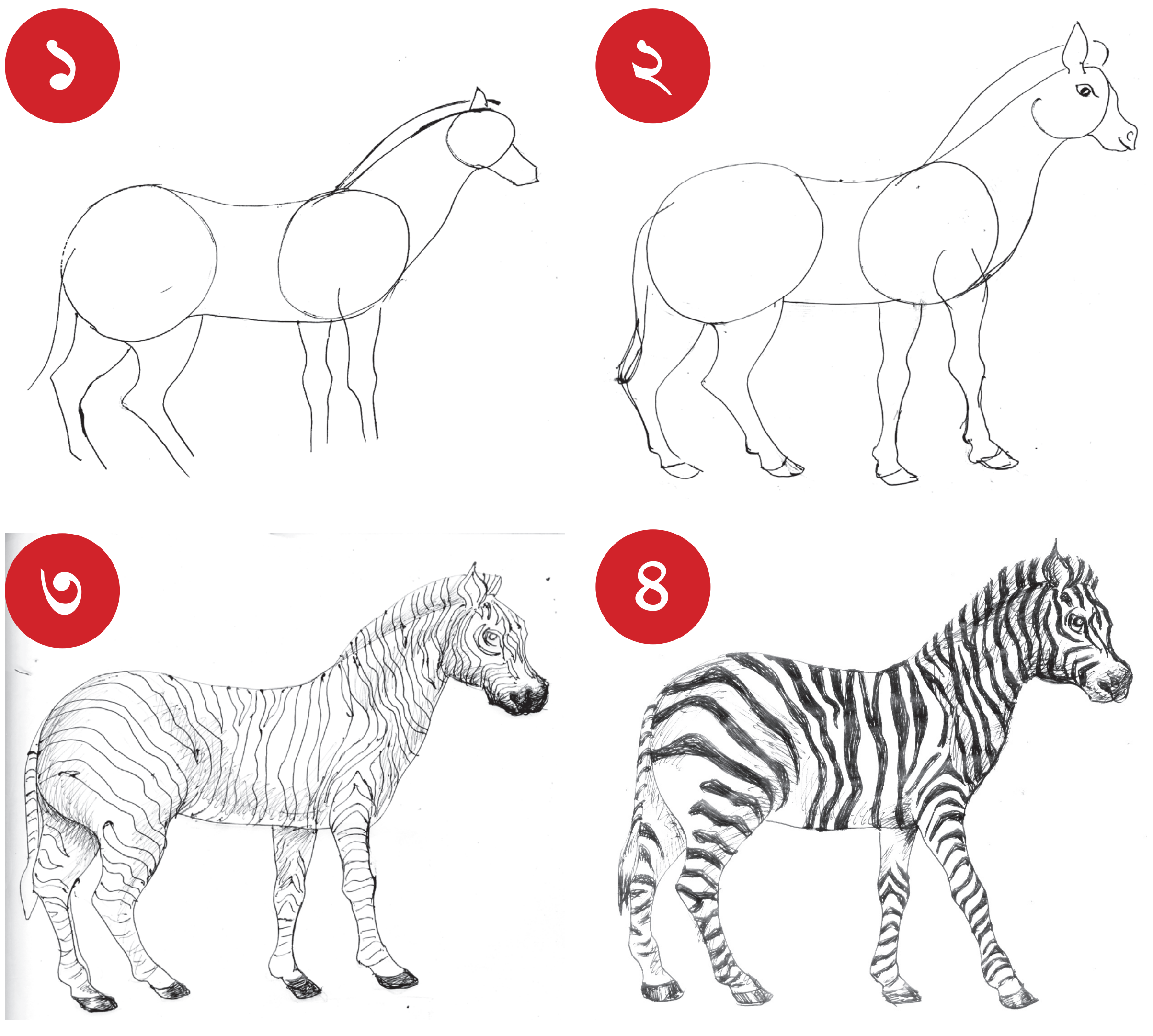

ধাঁধা

অনেকে বিপদে পড়লে SOS পাঠায় এর মানে আসলে Save Our Soul তাহলে SOS এর একবচন অর্থাৎ একজন বিপদে পড়লে কি পাঠায়?

গত সংখ্যার উত্তর: ধার নেই
উত্তরদাতা- অঙ্কিতা নস্কর মল্লিকপুর

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ২৬-৩১ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

শশাঙ্ক রাউত, পঞ্চম শ্রেণি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

রাতে চাঁদ দিনে রবি

ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস

আমার মামার নাম সূর্য
ভোরবেলা রোজ ওঠে পাঁচটায়
ঝলমল করে ওঠে খালবিল
রোদ্দুর এসে পড়ে গাছটায়।
মাঝে মাঝে ভাবি দিই পাল্লা
পারি যদি তার আগে উঠতে
চেয়ে দেখি চোখ যায় যদ্দুর
ঘর থেকে মাঠে নামি ছুটতে।

মামা হাসে বলে, 'ওরে ভাগ্নে'
পারিস তো শক্তির ভাগ্ নে।
আমি বলি, 'আমি ছোট ওইটুক্
তুমি বড়ো, তুমি লাল টুক্টুক্'।
দিনভর মামা তেজ বাড়িয়ে
ডুব দেয় পারাপার ছাড়িয়ে
প্রকৃতির এ নিয়ম চলছে
রাতে চাঁদ দিনে রবি জ্বলছে।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com